ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 May, 2020 ■ আগরতলা, ৮ মে ২০২০ ইং ■ ২৫ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমবাসাতেই বিএসএফের ৮৬ নং ব্যাটেলিয়ানেও করোনার প্রকোপ, আক্রান্ত আরও ২৪ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্যে করোনার প্রকোপ ক্রমশ প্রখর হচ্ছে। আজ নতুন করে ২৪ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তারা সকলেই ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জওহরনগরস্থিত ৮৬ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের জওয়ান। সব মিলিয়ে রাজ্যে ৮৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

টানা ছয়দিন ধরে কোভিড-১৯ পজেটিভ রোগীর সন্ধান মিলছে। স্বস্তির বিষয়, এখনও সাধারণ জনগণ করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট মিলেনি। আমবাসা জওহরনগরস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পে ১৩৮ নং ও ৮৬ নং ব্যাটেলিয়ান রয়েছে। গতকাল পর্য্যন্ত ১৩৮ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট এসেছে। আজ সেই তালিকায় বিএসএফের ৮৬ নং ব্যাটেলিয়ানও যুক্ত হয়েছে।

আজ রাজ্যে ৬৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেয়া হয়েছিল। তাতে, বিএসএফ সহ করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে ছিলেন সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। এদিকে, রাজস্থানের কোটা ফেরত সকলের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

রাজ্যে মোট আক্রান্ত ৮৮

বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জানান, আমবাসাস্থিত বিএসএফের ওই ক্যাম্পে ৮৬ নম্বর ব্যাটালিয়নেরও হেড কোয়ার্টার রয়েছে। ৮৬ নম্বর ব্যাটালিয়নে মোট ২০৯ জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন। এর মধ্যে ১১১ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে প্রত্যেকের নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। তাঁর কথায়, ৮৬ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০৪। তাদের নমুনাও সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, আজ মোট ৬৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে বিএসএফের ১৩৮ নং ও ৮৬ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ান সহ সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আরও জানান, আজ পর্যন্ত ৬,৮৯৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৬৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে। ২ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ১ জন বহিঃরাজ্যে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬২।

তাঁর কথায়, রাজস্থানের কোটা থেকে ত্রিপুরায় ফেরত ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্যদের নমুনা পরীক্ষায় সকলেই নেগেটিভ রিপোর্ট আসায় তাদের সবাইকে আজ রাতে বা কাল সকালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। রাজস্থানের কোটা থেকে আগত গাড়ি চালকরা বর্তমানে ভগৎ সিং যুব আবাসে রয়েছেন। তাঁরাও আগামীকাল রাজস্থানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশাখাপত্তনমে রাসায়নিক প্ল্যান্টে গ্যাস লিকেজ হয়ে শিশু সহ মৃত্যু ১২, অসুস্থ সহস্রাধিক

বিশাখাপত্তনম, ৭ মে (হি.স.)।। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলায় রাসায়নিক প্ল্যান্টে গ্যাস লিকেজের জেরে, বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন একটি শিশু-সহ ১২ জন। বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ বিশাখাপত্তনমের গোপালাপটনমের আর আর ভেঙ্কটপুরম গ্রামে অবস্থিত এল জি পলিমার্স ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। দেশজুড়ে লকডাউনের কারণে বন্ধ ছিল ওই প্ল্যান্ট। বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন কমপক্ষে ১০০০০ জন গ্রামবাসী। প্রত্যেককে গোপালাপটনম এবং কিং জর্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত ১২জনের মধ্যে ৬ বছর বয়সী একটি বালিকাও রয়েছে। মৃত্যু হয়েছে প্রচুর গবাদি পশুর।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ভোররাত ২.৩০ মিনিট থেকে তিনটের মধ্যে এল জি পলিমার্স ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড প্ল্যান্টে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন আর আর ভেঙ্কটপুরম, পদ্মাপুরম, বি সি কলোনি এবং কম্পরাপালেম গ্রামের বাসিন্দারা।

কমিশনার অফ পুলিশ রাজীব কুমার মীনা জানিয়েছেন, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে ১০০ থেকে ২০০ জনকে কিং জর্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্ল্যান্টে স্টাইরিন গ্যাস লিকেজের কারণেই এই বিপত্তি। স্টাইরিন এক ধরনের নিউরো-টক্সিন এবং ১০ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হয়। আর আর ভেঙ্কটপুরম গ্রাম-সহ পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দারা চোখে জ্বালা অনুভব করতে থাকেন, শ্বাসকষ্টও অনুভব করতে থাকেন তাঁরা। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও এম্বুলেন্স। জেলা মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্য অফিসার জানিয়েছেন, আর আর ভেঙ্কটপুরম গ্রামে অবস্থিত এল জি পলিমার্স ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় শিশু-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রচুর মানুষ। কীভাবে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অন্ধ্র প্রদেশের ডিজিপি ডি জি স্বয়ং জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, পালানোর সময় কুয়োয় পড়ে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। লকডাউনের জন্য ওই প্ল্যান্ট বন্ধ ছিল।

কমিশনার অফ পুলিশ রাজীব কুমার মীনা আরও জানিয়েছেন, গ্যাস ছড়ানো বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ১-১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে, গন্ধ পাওয়া যায় ২-২.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। এফআইআর রুজু করা হয়েছে। ডিজিপি দামোদর গৌতম সওয়াং জানিয়েছেন, গ্যাস লিকেজ আসলে দুর্ঘটনা। সমস্ত প্রোটোকল মানা হয়েছিল। তদন্ত চলছে। একমাত্র প্রতিষেধক হল প্রচুর পরিমানে জল খাওয়া। প্রায় ৮০০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় এজিএমসিতে বৃহস্পতিবার ট্রেনিং দেয়া হয় বিএসএফের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। ছবি নিজস্ব।

করোনা ঃ রাজ্যে সাদামাটাভাবে পালিত বুদ্ধ জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। করোনা-র প্রকোপে বুদ্ধ পূর্ণিমা সাদামাটা ভাবেই পালিত হচ্ছে। আগরতলায় বুদ্ধ বিহার-এ আজ জমকালো আয়োজন হয়নি। অন্যান্য বছর বিরাট মেলার আয়োজন হতো। এ-বছর বুদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিজেরা মিলে পুজার্চনা সেরেছেন।

এ-বিষয়ে বুদ্ধ বিহার-এর প্রধান বলেন, করোনা মহামারির কারণে সরকারি আদেশ অনুসারে বিরাট আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ জয়ন্তী পালিত হয়। তিনি বলেন, বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওই পুর্ণিমাতেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। এই তিনটি উপলক্ষ নিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করা হয়। কিন্ত, এ-বছর মহা ধুমধামের বদলে সাদামাটা ভাবেই বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আজকের দিনে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করছি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শূকরের মাংস খেতে বারণ করা গোমতির পুলিশ সুপারের উচিত হয়নি ঃ এসিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। শূকরের মাংস খেতে নিষেধ করা গোমতি জেলার পুলিশ সুপারের উচিত হয়নি। কারণ, ত্রিপুরায় আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের কোনও ঘটনা নজরে আসেনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে স্পর্শকাতর ঘটনায় পুলিশের পদস্থ আধিকারিকের ভূমিকায় এভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করেন ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ।

প্রসঙ্গত, অসমে শূকরে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু থাবা বসিয়েছে। অবশ্য ত্রিপুরার প্রাণী রোগ বিশেষজ্ঞের কথায়, অসমে শূকরে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তাতে শূকর আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারাও যাচ্ছে। তাঁর দাবি, ওই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, ওই রোগের সংক্রমণ এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীর শরীরে ছড়ায় না।

অসমে শূকরে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু সংক্রমণের ঘটনায় গতকাল গোমতির পুলিশ সুপার জেলা পুলিশ প্রশাসনকে শূকরের মাংস খেতে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেন। তাতে স্থানীয় সংক্রমণ ছড়ানো রোধ করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। পরবর্তী আদেশ আসা পর্যন্ত ওই পরামর্শ মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ সুপারের ওই সতর্কবার্তায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা সরকারের প্রাণী সম্পদ দফতরের সাথে কোনও আলোচনা ছাড়াই জেলা পুলিশ সুপারের ওই পদক্ষেপে দফতরের পদস্থ আধিকারিকরাও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

এ-বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ আজ বলেন, অসমে শূকরে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-তে অসমের শূকর আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরায় ওই রোগের প্রভাব পড়েনি। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, ত্রিপুরায় শূকরের মাংস সম্পূর্ণ নিরাপদ। ফলে, শূকরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুন ও জুলাইয়ে করোনার প্রকোপ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবে ভারতে, আশঙ্কা এইমস অধিকর্তার

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.)।। করোনার প্রকোপে ভারত কি আমেরিকার প্রজায়ে পৌঁছতে চলেছে! এই আশঙ্কাই ফুটে উঠছে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেসের (এইমস) অধিকর্তা রণদীপ গুলেরিয়ার কথায়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আগামী জুন ও জুলাইয়ে ভারতে করোনার প্রকোপ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে।

তিনি বলেন, 'মডেলিং তথ্য ও যেভাবে (করোনা) কেসের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে জুন ও জুলাইয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। তবে অনেক বিষয় আছে। সময়ের সঙ্গে আমরা জানতে পারব যে সেগুলি কতটা কার্যকরী হয়েছে এবং লকডাউন বাড়ানোর প্রভাব কতটা পড়েছে।'

প্রসঙ্গত, কোনও প্রতিষেধক না থাকায় লকডাউনের মাধ্যমে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে চাইছে কেন্দ্র। সেজন্য গত ২৫ মার্চ থেকে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কেন্দ্র দাবি করেছে, লকডাউনের কারণে দেশের করোনা পরিস্থিতি অনেক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানানো হয়েছে, লকডাউনের আগে দেশে ৩.৪ দিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছিল। একটা সময় তা প্রায় ১২ দিনে হচ্ছিল। অন্যান্য উন্নতশীল দেশের থেকেও ভারতের করোনা পরিস্থিতি ঢের ভালো বলেও দাবি করেছে কেন্দ্র।

গত কয়েকদিনে আবার সংক্রমণের কিছুটা বেড়েছে। বুধবার সকাল আটটা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ৩,৫৬১। মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। যা যথেষ্ট চিন্তার বিষয় দেশবাসীর জন্য।

ট্রেনিং দেয়া হল বিএসএফের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। করোনা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে বৃহস্পতিবার বিএসএফের স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকের ৩০ সদস্যের একটি দল জিবি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে আসেন। তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। কিভাবে পরিষেবা প্রদান করা যায় সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন বিএসএফের স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকেরা।

শালবাগানস্থিত বি এস এফ-এর সদর কার্যালয়ে অবস্থিত হাসপাতালটি ব্যবহারের আগে এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ষা আসন্ন, শহরের নর্দমাগুলি ঘুরে দেখলেন পুর কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রতিবছরই বর্ষার মরশুমে আগরতলা শহরবাসীর দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারন সামান্য বৃষ্টিতে শহরের নিম্নাঞ্চল এলাকা গুলিতে হাটু সমান জম জমে যায়। মুখ থুবরে পরে শহরের জল নিস্কাশনি ব্যবস্থা। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর আগরতলা শহরের বাসিন্দাদের জল ডুবি থেকে মুক্তি দিতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উন্নত করা হয় জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থার।

কাজ চলছে বিভিন্ন ড্রেইন গুলির। তবে লক ডাউনের কারনে কাজের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে। সামনে আবার বর্ষার মরশুম। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগম এলাকার জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন খোদ নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। এইদিন শহর উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকার জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন।

পরবর্তী সময় তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান শহরের জল নিস্কাশনি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এইদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে নার্সের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বাড়িতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ফাঁসিতে আত্মঘাতী মহিলা স্টাফ নার্স। ঘটনা ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর পৌর পরিষদের অন্তর্গত বৌউলাবাসা ১ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ঠাকুরদাসি দেবনাথ- পেশায় নার্স। বর্তমানে চন্ডিপুর ব্লকের অন্তর্গত সমরুরপার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত। বৌলাবাসা স্থিত ভাড়া বাড়িতে তিনি ও তার স্বামী এবং এক ছেলে থাকতেন। তার স্বামী পেশায় কনেকটার।

বৃহস্পতিবার সকালে নিজ কাজে আগরতলা উদ্দেশ্যে জান। সকালবেলা খাওয়া দাওয়ার পর স্বামীর অবর্তমানে ছেলেকে একা রেখে নিখোঁজ হয়ে যায়। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন বাড়ির মালিক দেখতে পায় ঠাকুরদাসী দেবনাথের ছেলে একা খেলছে। বাড়ির মালিক অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিষয়টি এলাকাবাসীকে জানায়। পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ঘরের বাথরুমের দরজা ভেঙে ফাঁসিতে আত্মঘাতী মহিলা অবস্থায় উদ্ধার হয় মহিলা। কৈলাশহর মহিলা থানায় খবর দেওয়া হয়। কৈলাশহর মহিলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবা ও মা'র রিপোর্ট নেগেটিভ, রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্ত আড়াই বছরের শিশু বিএসএফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আড়াই বছরের শিশুকে বিএসএফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, শিশুটির বাবা ও মা-র কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বাবা ও মা-কে ছেড়ে ছোট্ট শিশুটির সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিকিৎসা হচ্ছে। কারণ, তার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। তাই জিবি হাসপাতালে অন্যান্য করোনা আক্রান্তের সাথে তাকে রাখা হয়নি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ। বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, ওই শিশুর বাবা ও মায়ের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই তাঁদের পুনরায় নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

গতকাল ত্রিপুরায় বিএসএফ পরিবারের ২২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে ৩ শিশু ও এক জন মহিলা রয়েছেন। করোনা আক্রান্ত ওই ৩ শিশুর মধ্যে একজনের বয়স আড়াই বছর। আজ অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বলেন, গতকালের করোনা আক্রান্তদের মধ্যে আড়াই বছরের শিশু রয়েছে। কিন্তু, বাবা ও মায়ের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁর বক্তব্য, সন্তান করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, অথচ অভিভাবক সংক্রমিত হননি, তা কীভাবে সম্ভব এখনও স্পষ্ট হয়নি। তাই তাদের পুনরায় নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, ওই শিশুটিকে বিএসএফ হাসপাতালে পৃথকভাবে রাখা হয়েছে। কারণ, তার বাড়তি যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর কথায়, জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ কেন্দ্রে অন্যান্য করোনা আক্রান্ত রোগীদের সাথে ওই শিশুটিকে রাখা সম্ভব নয়। তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে বিএসএফ হাসপাতালে পৃথক কক্ষে তাকে রাখা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা চলছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ক্রমশ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু, বিএসএফ পরিবারের ওই শিশুটি ভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। পাশাপাশি তার বাবা ও মা-র কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়া ব্যতিক্রমী ঘটনা বলেও মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, গতকাল ত্রিপুরায় নতুন করে ২২ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল। তাঁদেরকেও আজ বৃহস্পতিবার আগরতলার জিবি হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁরা সকলেই বিএসএফ পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে তিন শিশু ও একজন মহিলা রয়েছেন। তাঁরা ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জহরনগরস্থিত বিএসএফ ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের মুখ্য কার্যালয়ে ছিলেন। আজ তিনটি অ্যাম্বুলেন্স ও বিএসএফএ-র দুটি গাড়িতে তাঁদের আগরতলায় আনা হয়েছে।

প্রতিবারের মতোই আজ দুপুরে জওহরনগর থেকে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স ও দুটি গাড়ি ২২ জন করোনা আক্রান্তকে নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিকেলের মধ্যেই তারা আগরতলায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁদের জিবি হাসপাতালের কোভিড-১৯ কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন।

বিএসএফ জওয়ানদের জন্য শালবাগানস্থিত তাদের নিজস্ব হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে। ভারত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২০৬ ▫ ৮ মে ২০২০ ইং ▫ ২৫ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অসতর্কতার মাশুল

করোনা আক্রমণে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরা কার্য্যত বেসামাল অবস্থায়। বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪। কিছু দিন আগেও ত্রিপুরা এমন পরিস্থিতির কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিএসএফ পরিবারের আক্রান্তের সংখ্যা যে আরও বাড়িতে পারে সে আশংকা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, এত বড় ঘটনার পরও রাজ্যে যে সাবধানতা অবলম্বন করা খুব জরুরী তাহাই মানা হইতেছে না। করোনা আক্রান্ত ১২ জন বিএসএফ জওয়ানদের নিয়া আগরতলায় পৌঁছাইতে অতিরিক্ত সময় নেওয়া হইয়াছে। এই অতিরিক্ত সময় কেন লাগিল, গাড়ী কোথায় দাঁড়াইয়াছিল, আক্রান্ত জওয়ানরা রাস্তায় নামিয়াছিল কিনা এইসব প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হইয়াছে ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীক এবং বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্টের কাছে। জওহরনগর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত আসার ক্ষেত্রে আড়াই ঘন্টা সময় লাগিবার কথা। অথচ আক্রান্ত জওয়ানদের নিয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি বাস ওই পথ দিয়া পাড়ি দিতে সময় নিয়াছে সাড়ে তিন ঘন্টা। শুধু তাই নহে, রাজস্থানের কোটা হইতে ১০টি বাসে ১৩৪ জন ছাত্রছাত্রী ও তাঁহাদের অভিভাবকদের ত্রিপুরার চুড়াইবাড়িতে পৌঁছায় বুধবার। তাহাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নিজেদের বাড়ীঘরে যাইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু, এইসব ছাত্রছাত্রীরা সামাজিক দূরত্ব মানিতেছে না। এই যে গাফিলতি হইতেছে সকলের চোখের সামনেই। কিন্তু, সেখানে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই।

রাজ্যে এই গাফিলতির মাশুল কি ভয়ংকর ভাবে দিতে হইবে তাহা কি ভাবা যায়? জওহরনগরে বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান জওয়ানরা এইভাবে আক্রান্ত হইবে কেউ ভাবিতে পারিয়াছিল? তাই সবচাইতে বড় কথা হইল সতর্কতা। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে সামাজিক দূরত্বকে পাত্তাই দিতেছে না। রাজস্থানের কোটা হইতে রাজ্য সরকার যাহাদের রাজ্যে আনিয়াছে তাহাদের চুড়াইবাড়িতে অবস্থানের যে ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তো আতকাইয়া উঠিবার কথা। কিন্তু, রাজ্য প্রশাসনকে এক্ষেত্রে একেবারে নির্বিকারই দেখা যাইতেছে। রাজ্যে লকডাউন চলিতেছে। কিন্তু, কড়াকড়ি কমিয়াছে। এই ঢিলেঢালা অবস্থা বিপদ ডাকিয়া আনিবে না তো? আমবাসার জওহরনগর বিএসএফ জওয়ানরা ত্রিপুরাকে এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে তাহা কি ঘুনাক্ষরে কেউ জানিয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা সত্বেও বিএসএফ উর্দ্ধতন মহল কি সজাগ সতর্ক হইয়াছেন? যদি এমন হইত তাহা হইলে করোনা আক্রান্তদের আগরতলা পাঠানোর ক্ষেত্রে এমন ছেলেখেলা দেখা দিত না। আসলে, এই আক্রান্তের ঘটনাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল তাহা দেওয়া হয় নাই। শুধু রাস্তায় পাবলিক পিঠাইলেই কাজ হইবে না। আগা কাটিয়া গোঁড়ায় জল ঢালিলে কিছু হইবে না। জওহরনগরে বিএসএফ জওয়ানরা প্রমাণ করিয়াছে বাহিনী নামে সুশৃঙ্খল হইলেও আসলে তাহার উল্টো। ত্রিপুরা শুধু নয় গোটা দেশ আজ ভয়ংকর অবস্থায় আছে। লকডাউন তো অনন্তকাল চলিতে পারে না। লকডাউনের পর কি? কিভাবে এই ভয়ংকর মারণ দৈত্যকে কাবু করিবে সেই প্রশ্নও আছে। ত্রিপুরায় তো আক্রান্তের স্রোত বহিতেছে। ত্রিপুরার আর কোথাও এমন আক্রান্ত লুকাইয়া আছে এমন সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জওহর নগরে বিএসএফ জওয়ানদের বেসরকারী বাড়ীঘরে ভাড়াও থাকিতেন বলিয়া খবর। ক্যাম্পের মধ্যে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, ক্যাম্পের বাহিরেও তো করোনা ছোবল অপেক্ষা করিতেছে না কে বলিবে? সতর্কতাই সবচাইতে বড় প্রতিষেধক। কিন্তু, তাহা বার বার লঙ্ঘিত হইতেছে। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

সরকারি সাহায্য না পেয়ে আর্থিক দুর্ভোগের সম্মুখীন খুচরো ব্যবসায়ীরা

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.): করোনা প্রতিরোধে গোটা দেশজুড়ে তৃতীয় দফার লকডাউন চলছে। প্রায় ৪০ দিনের বেশি সময় ধরে বন্ধ দোকানপাট। যদিও লাল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বাদে কয়েকটি জায়গায় শর্তসাপেক্ষে দোকান খোলার নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তা সত্ত্বেও চরম আর্থিক দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে দোকানদাররা।

উত্তর ২৪ পরগনার নিউ ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন বাজারে দোকান রয়েছে মধুসূদন দাস রায় নামে এক ছোট ব্যাবসায়ীর।প্রায় ৪০ বছরের পুরনো তার দোকান। মূলত পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক এবং উপহার সামগ্রী বিক্রি করেন তিনি। কিন্তু ওই এলাকাটা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হওয়ার কারণে দোকান খুলতে পারছেন না তিনি। বিগত ৪০ দিনের বেশি সময় ধরে সঞ্চয় করা অর্থ দিয়ে সংসার টানছেন তিনি। তার কথায় প্রতিবছর দুর্গাপূজা এবং পয়লা বৈশাখের সময় বিক্রিটা খুব ভালো হয়। কিন্তু লকডাউনের জেরে এবারে বন্ধ ছিল চৈত্র সেল। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং বাজার কমিটির কাছ থেকে কোনও আর্থিক সাহায্য এখনও পাননি। ফলে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে।

হুগলি জেলার হল হিন্দমোটরের স্টেশন সংলগ্ন বাজারে মনোহারী দোকান রয়েছে সুজয় বনিকের। তার এক বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে। মূলত ওই ছোট্ট দোকান থেকেই সংসার চালাতে হয় সুজয়কে। বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবাও রয়েছে। প্রায় ৪০ দিনের বেশি সময় ধরে তার দোকান বন্ধ রয়েছে। ফলের সঞ্চয় ভেঙে তার সংসার চালাতে হচ্ছে। বাজার কমিটি বা স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও সহায়তা পায়নি সে।

রাজ্যের ছোট দোকানদারদের এই আর্থিক দুর্ভোগের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীরামপুর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনার জেরে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রের উচিত ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের জন্য বৃহৎ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা। এই পরিস্থিতি থেকে দোকানদারদের উদ্ধার করার জন্য ঋণ দেওয়া উচিত প্রশাসনের। সরাসরি এই সকল দোকানদারদের ব্যাংক একাউন্টে ক্যাশ ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুদ ছাড়াই এই ঋণ প্রদান করা উচিত। তা না হলে খুচরো ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই সকল দোকানদাররা। ঋণের অর্থ ফেরত পাব এই ভাবনা ছেড়ে ফেলে এই সকল দোকানদার দের পাশে দাঁড়াতে হবে প্রশাসনের। এদের মধ্যে যাদের অবস্থা আরও খারাপ তাদেরকে দ্রুত অর্থ সাহায্য করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা দেখা গিয়েছে যে অনেক ব্যবসায়ী নিজের আর্থিক দিক বাঁচানোর জন্য মূল ব্যবসাটাকে বদলে ফেলেছেন। যেমন যেই ব্যবসায়ীর বিউটিপার্লার ছিল সে এখন অন্য ব্যবসার দিকে ঝুকতে চাইছে। আগের বিউটি পার্লারের ব্যবসাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চাইছে সে। এতে করে তাকে আর আগের কর্মীদের বেতন দিতে হচ্ছে না। এই সকল ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে যে ঋণ নিয়েছিল প্রশাসনের উচিত, তা মকুব করে দেওয়া। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার জানিয়েছেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যতই সহানুভূতিশীল হোক না কেন বাজার অর্থনীতিকে চালু করতে না পারলে কোন সরকারের পক্ষেই বিপুল ভর্তুকি দেওয়াটা সম্ভব নয়। আর বাজার অর্থনীতিকে কোনভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারে না সরকার। পাশাপাশি লকডাউন পরিস্থিতিতে দোকান খুললেও কতটা ভিড় হবে তা নিয়ে সন্দিহান অভিরূপবাবু। তার মতে কলকাতার দোকানগুলোর কর্মচারীরা মফস্বল থেকে আসে। গণপরিবহন ব্যবস্থা ফের চালু না হলে তাদের কর্মস্থলে আসা সম্ভব নয়। আর উৎপাদন যদি না হয় দোকানদারাই কি বিক্রি করবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলাপচারিতায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ছোট ব্যবসায়ী বিশেষ করে দোকানদারদের আর্থিক দিক দিয়ে রক্ষা করাটা একান্ত প্রয়োজন।প্রশাসনের উচিত তাদেরকে অর্থ সাহায্য করা।এদিকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রচেষ্টা এবং স্নেহের পরশের মতন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও তা মূলত শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রকল্পগুলির আওতায় দোকানদাররা পড়ে না। ফলে খুচরো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ তীব্র আর্থিক অনটন ও অনাহারে দিকে এগিয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঃ রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করতেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার তথ্যপ্রমাণ এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ গদর ষড়যন্ত্রের কথা শুধু জানতেনই না, বরং উক্ত ষড়যন্ত্রে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তেরাউচি মাসাতাকি ও প্রাক্তন প্রিমিয়ার ওকুমা শিগেনোবুর সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে 'চরকা-সংস্কৃতি' বলে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় তার বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার চোখে ছিল 'আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির রাজনৈতিক উপসর্গ'। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ভারতবাসীকে অন্ধ বিপ্লবের পন্থা ত্যাগ করে দৃঢ় ও প্রগতিশীল শিক্ষার পন্থাটিকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথেয়তায় মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর পত্নী কস্তুরবা গান্ধী, ১৯৪০।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মতাদর্শ অনেককেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯১৬ সালের শেষ দিকে সানফ্রান্সিসকোয় একটি হোটেলে অবস্থানকালে একদল চরমপন্থী বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন। নাইটহুড প্রত্যাখ্যান-পত্রে লর্ড চেমসফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি।' রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' ও 'একলা চলো রে' রাজনৈতিক রচনা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'একলা চলো রে' গানটি গান্ধীজির বিশেষ প্রিয় ছিল। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। হিন্দু নিম্নবর্ণীয় জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি ও আম্বেডকরের যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়, তা নিরসনেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গান্ধীজিও তার অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তার 'তোতা-কাহিনী' গল্পে বিদ্যালয়ের মুখস্ত-সর্বস্ব শিক্ষাকে প্রতি তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, দেশের ছাত্রসমাজকে খাঁচাবদ্ধ পাখিটির মতো শুকনো বিদ্যা গিলিয়ে কিভাবে তাদের বৌদ্ধিক মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ১৯১৭ সালের ১১ অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারা ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে প্রথাবিরুদ্ধ চিন্তাভাবনা শুরু করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে দেশ ও ভূগোলের গণ্ডীর বাইরে বের করে ভারত ও বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধে একটি বিশ্ব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও এই সময়েই গ্রহণ করেছিলেন কবি। ১৯১৮ সালের ২২ অক্টোবর বিশ্বভারতী নামাঙ্কিত তার এই বিদ্যালয়ের শিলান্যাস করা হয়েছিল। এরপর ১৯২২ সালের ২২ ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের। বিশ্বভারতীতে কবি সনাতন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্রহ্মচর্য ও গুরুপ্রথার পুনর্পবর্তন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তিনি। নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালন খাতে। নিজেও শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসেবেও অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। সকালে ছাত্রদের ক্লাস নিতেন এবং বিকেল ও সন্ধ্যায় তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন।

প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা দার্শনিক অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথকে এক 'হিমালয়প্রতিম ব্যক্তিত্ব' ও 'গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক ও বহুমাত্রিক সমসাময়িক দার্শনিক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' হিসেবেও বর্ণনা

করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী 'পঁচিশে বৈশাখ' ও প্রয়াণবার্ষিকী 'বাইশে শ্রাবণ' আজও বাঙালি সমাজে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, শান্তিনিকেতন আশ্রম ও শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে প্রচুর জনসমাগম হয়। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ধর্মীয় ও ঋতুউৎসবগুলির মাধ্যমেও তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি অক্ষুন্ন আছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎসবে ও অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া বা রবীন্দ্ররচনা পাঠের রেওয়াজও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এগুলি ছাড়াও কবির সম্মানে আরও কতকগুলি বিশেষ ও অভিনব অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের আরবানাতে আয়োজিত বার্ষিক 'রবীন্দ্র উৎসব', কলকাতা-শান্তিনিকেতন তীর্থ-পদযাত্রা 'রবীন্দ্র পথপরিক্রমা' ইত্যাদি।

জীবদ্দশাতেই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইংল্যান্ডে ডার্টিংটন হল স্কুল নামে একটি প্রগতিশীল সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অনেজ জাপানি সাহিত্যিককে তিনি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি অনূদিত হয় ইংরেজি, ওলন্দাজ, জার্মান, স্প্যানিশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। চেক ভারততত্ত্ববিদ ভিনসেন্স লেনসি সহ একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় তার গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ফরাসি নোবেলজয়ী সাহিত্যিক আন্দ্রে জিদ রাশিয়ান কবি আনা আখমাতোভা, প্রাক্তন তুর্কি প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত একেভিত, মার্কিন ঔপন্যাসিক জোনা গেইল সহ অনেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেন রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। ১৯১৬-১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া তার ভাষণগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা পায়। তবে কয়েকটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে ১৯২০-এর দশকের শেষদিকে জাপান ও উত্তর আমেরিকায় তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। কালক্রমে বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায় অস্তমিত' হয়ে পড়েছিলেন। চিলিয়ান সাহিত্যিক পাবলো নেরুদা ও গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, মেক্সিকান লেখক অক্টাভিও পাজ ও স্প্যানিশ লেখক হোসে অরতেগা ওয়াই গ্যাসেৎ, থেনোবিয়া কামপ্রুবি আইমার, ও হুয়ান রামোন হিমেনেথ প্রমুখ স্প্যানিশ-ভাষী সাহিত্যিকদেরও অনুবাদের সূত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৪ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে হিমেনেথ-কামপ্রুবি দম্পতি রবীন্দ্রনাথের বাইশটি বই ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে অনুবাদ করেছিলেন। দ্য ক্রেসেন্ট মুন (শিশু ভোলানাথ) সহ রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু রচনার বিস্তারিত পর্যালোচনা ও স্প্যানিশ সংস্করণ প্রকাশও করেছিলেন তারা। উল্লেখ্য, এই সময়েই হিমেনেথ 'নগ্ন কবিতা' (স্প্যানিশ: ন্দ্মদ্রত্রন্থত্থ ত্মত্রন্দ্রন্ডত্মত্থ্র) নামে এক বিশেষ সাহিত্যশৈলীর উদ্ভাবন ঘটান।গু১৮৭ণ্ণ

রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা কবিতা পড়েননি এমন বহু পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব অস্বীকারও করেছিলেন। গ্রাহাম গ্রিন সন্দিগ্ধচিত্তে মন্তব্য করেছিলেন, 'ইয়েটস সাহেব ছাড়া আর কেউই রবীন্দ্রনাথের লেখাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন না।' রবীন্দ্রনাথের সম্মানের কিছু পুরনো লাতিন আমেরিকান খণ্ডাংশ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। নিকারাগুয়া ভ্রমণের সময় সালমান রুশদি এই জাতীয় কিছু উদাহরণ দেখে অবাক হন।

সংগীত ও নৃত্যকলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৫টি গান রচনা করেছিলেন। ধ্রুপদি ভারতীয় সংগীত, বাংলা লোকসংগীত ও ইউরোপীয় সংগীতের ধারা তিনটিকে আত্মস্থ করে তিনি একটি স্বকীয় সুরশৈলীর জন্ম দেন। রবীন্দ্রনাথ তার বহু কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ সুকুমার সেন রবীন্দ্রসংগীত রচনার ইতিহাসে চারটি পর্ব নির্দেশ করেছেন। প্রথম পর্বে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট গীতের অনুসরণে গান রচনা শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৮৪-১৯০০) পল্লীগীতি ও কীর্তনের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুরে গান রচনা শুরু করেন। এই পর্বের রবীন্দ্রসংগীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সংগীতস্রষ্টা মধুকান, রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক প্রমুখের প্রভাবও সুস্পষ্ট। এই সময় থেকেই তিনি স্বরচিত কবিতায় সুর দিয়ে গান রচনাও শুরু করেছিলেন। ১৯০০ সালে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার পর থেকে রবীন্দ্রসংগীত রচনার তৃতীয় পর্বের সূচনা ঘটে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুর ও ভাব তার নিজের গানের অঙ্গীভূত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের গান রচনার চতুর্থ পর্বের সূচনা হয়। কবির এই সময়কার গানের বৈশিষ্ট্য ছিল নতুন নতুন ঠাটের প্রয়োগ এবং বিচিত্র ও দুরূহ সুরসৃষ্টি। তার রচিত সকল গান সংকলিত হয়েছে গীতবিতান গ্রন্থে। এই গ্রন্থের 'পূজা', 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'স্বদেশ', 'আনুষ্ঠানিক' ও 'বিচিত্র' পর্যায়ে মোট দেড় হাজার গান সংকলিত হয়। পরে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক, কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য সংকলন গ্রন্থ থেকে বহু গান এই বইতে সংকলিত হয়েছিল। ইউরোপীয় অপেরার আদর্শে বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া গীতিনাট্য এবং চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, ও শ্যামা সম্পূর্ণ গানের আকারে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের সময় বাংলার শিক্ষিত পরিবারে নৃত্যের চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পাঠক্রমে সংগীত ও চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও ধ্রুপদি নৃত্যশৈলীগুলির সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন শৈলীর প্রবর্তন করেন। এই শৈলীটি 'রবীন্দ্রনৃত্য' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলিতে গানের পাশাপাশি নাচও অপরিহার্য। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর যে আধুনিক ভারতীয় নৃত্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তার পিছনেও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল।

চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত ছবি আঁকা শুরু করেন প্রায় সত্তর বছর বয়সে। চিত্রাঙ্কনে কোনো প্রথাগত শিক্ষা তার ছিল না। প্রথমদিকে তিনি লেখার হিজিবিজি কাটাকুটিগুলিকে একটি চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই তার ছবি আঁকার সূত্রপাত ঘটে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ কালপরিধিতে অঙ্কিত তার স্কেচ ও ছবির সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপর, যার ১৫৭৪টি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের শিল্পীদের উৎসাহে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় প্যারিসের পিগাল আর্ট গ্যালারিতে। এরপর সমগ্র ইউরোপেই কবির একাধিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছবিতে রং ও রেখার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সংকেতের ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য চিত্রকলার পুনরুত্থানে আগ্রহী হলেও, তার নিজের ছবিতে আধুনিক বিমূর্তধর্মিতাই বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছে। মূলত কালি-কলমে আঁকা স্কেচ, জলরং ও দেশজ রঙের ব্যবহার করে তিনি ছবি আঁকতেন।গু১৩ণ্ণ তার ছবিতে দেখা যায় মানুষের মুখের স্কেচ, অনির্ণেয় প্রাণীর আদল, নিসর্গদৃশ্য, ফুল, পাখি ইত্যাদি। তিনি নিজের প্রতিকৃতিও এঁকেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ও বর্ণ পরিকল্পনার দিক থেকে তার চিত্রকলা বেশ অদ্ভুত ধরনেরই বলে মনে হয়।গু১৩ণ্ণ তবে তিনি একাধিক অঙ্কনশৈলী রপ্ত করেছিলেন।তন্মধ্যে, কয়েকটি শৈলী হল- নিউ আয়ারল্যান্ডের হস্তশিল্প, কানাডার (ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ) পশ্চিম উপকূলের 'হাইদা' খোদাইশিল্প ও ম্যাক্স পেকস্টাইনের কাঠখোদাই শিল্প। (সৌজন্যে- ওইকিপিডিয়া)

করোনার মৃত্যুর মিছিলেও সমানে রাজনীতি চলছে

আর কে সিনহা

করোনা ভাইরাসের জেরে তৈরি হওয়া জাতীয় বিপর্যয় এবং এর থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাকে যখন সারা দেশের একসঙ্গে লড়াই উচিতা। তখন আমাদের দেশে রাজনৈতিক খেলা চলছে। যা বেদনাদায়ক। মৃত্যু ও লাশের খবর পেয়েও কিছু নেতার মানবিকতা বোধ জাগেনি। তাদের হৃদয় এখনও পাথরের মত শক্ত। তাদের সস্তা রাজনীতি করতেই হবে। দেশ এবং জনগণকে নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। নিজেদের কায়েমি লাভ সিদ্ধ করতেই তারা বেশি মনোযোগী। চিতার আগুন হোক বা দাঙ্গার আগুন। তাদের কিছু যায় আসে না। পরিযায়ী শ্রমিকের নিজ রাজ্যে ট্রেনে করে পাঠানোর ব্যাপারে অকারণে রাজনীতি করছে কংগ্রেস।

৪ মে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন যে কংগ্রেস পার্টি পরিযায়ী শ্রমিকদের রেলের ভাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছে।লিখিত বিবৃতি জারি করে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।যখন সরকার মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে আসা এক কোটিরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিককে তাদের বাড়িতে পাঠানোর কাজ শুরু করেছে। তখন কেন সোনিয়া গান্ধীর শ্রমিকদের ভাড়া দেওয়ার কথা মাথায় এল? কীভাবে এল? কোনও শ্রমিক বা মজুর কি তার কাছে এ বিষয়ে কখনও কোনও অনুরোধ করেছিল?

২৪ শে মার্চ লকডাউন কার্যকর হওয়ার পর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখানে ছিল আটকা পড়ে গিয়েছিল। প্রায় ৪০ দিন পরে এখন তাদের নিজ রাজ্যে পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বড় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ ট্রেন চলাচলের জন্য ৮৫ শতাংশ খরচ রেল বহন করবে এবং বাকি ১৫ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে। এতে কি কিছু ভুল আছে কি? কিন্তু ভিত্তিহীন ভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছে যে সরকার শ্রমিকদের কাছ থেকে ভাড়া নিচ্ছে। অর্থাৎ সঠিক তথ্য না জেনে ও বিষয়টি খতিয়ে না দেখে সোনিয়া গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় রেলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ বর্ষণ করে গিয়েছেন। পৃথিবীতে যখন অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে তখন কি তার এই জাতীয় সস্তা রাজনীতি করা মানায়? কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে আটকা পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে যথাযথভাবে আশ্রয় এবং খাবারের ব্যবস্থা করা কোনও সদিচ্ছা সোনিয়া গান্ধী দেখাননি তিনি এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেননি। ফলস্বরূপ শুধুমাত্র পঞ্জাব থেকে ৭০ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিক নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে, সাইকেলে করে, ঠেলা গাড়িতে, ট্রাকে ঝুলে, এমনকি ট্যাঙ্কারে এবং কংক্রিটের মিশ্রনের গাড়িতে করে রওনা দিয়েছিলেন। তাদের প্রতি কয়েকটি রাজ্য সরকারের মনোভাব ছিল অত্যন্ত নির্মম এবং খারাপ ছিল। এত বড় পরিমাণে পরিযায়ী শ্রমিক চলে যাওয়ার কারণে সংকটে পড়বে পঞ্জাবের শিল্প। কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে চলেছে। কিন্তু সেখানকার সরকারের পুরো দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে মদের দোকান খোলার দিকে।পঞ্জাবের প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক লকডাউনে তাদের নিজ রাজ্যে চলে যেতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং নিজে এই তথ্য দিয়েছেন। সোনিয়া গান্ধী কি রাজ্য সরকারকে বোঝেতে ব্যর্থ হয়েছেন যে শ্রমিকদের রাজ্যে থাকার এবং খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে ভিন রাজ্যকেও আপন মনে করে এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকেরা। পঞ্জাবে কর্মরত বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।এখন, ক্যাপ্টেন সাহেব যদি শিল্প ও ফসল কাটার ব্যবস্থা করেন তবে এটি একটি দুর্দান্ত প্রচেষ্টা হবে। এটা সফল হবে তা জানতে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এর মধ্যে মহারাষ্ট্র ও কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকরা দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। তাদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং কেরলে রাজ্য সরকারগুলি কংগ্রেসই পরিচালিত করে চলেছে। সোনিয়া গান্ধী কি একবারও মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে কোনও পরামর্শ দিয়েছেন? একেবারেই না। লকডাউনের মাঝামাঝি সময়ে মহারাষ্ট্রের মুম্বই, সাঙ্গলি, নাগপুর, চন্দ্রপুর সহ অনেক শহরে পরিযায়ী শ্রমিকরা রাস্তায় উদভ্রান্তের ঘুরে বেরিয়েছে। তারা বাড়ি যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। কেউ যদি তাদের বাড়ি নিয়ে যায়।

এই আশায় ছিল তারা। কেন্দ্রীয় সরকার যখন এই শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে, তখন সোনিয়া গান্ধী রেল ভাড়ার মন গড়া গল্প শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী শ্রমিকরা নির্মাণ শিল্পের কাজে নিযুক্ত ছিল।এদের মধ্যে বেশিরভাগ উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এর বাসিন্দা। প্রতিটি রাজ্য রেলের ১৫ শতাংশ ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।মাত্র তিনটি রাজ্য, কেরল, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান এই ভাড়া দেননি। উল্টে শ্রমিকদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় শুরু করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে যেতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে সোনিয়া গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে দেন এবং বলতে শুরু করেন কেন্দ্র দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য ভাড়া দিতে না পারলে সেই অর্থ বহন করবে কংগ্রেস। কিন্তু আসলে কেন্দ্র তো ৮৫ শতাংশ দিচ্ছে। ১৫ শতাংশ না দিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে লুট করছে যে সরকার সেটা তো কংগ্রেসের।

রাজস্থানে কংগ্রেস সরকারও রয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতিও কারও অজানা নয়। সেখানেও জয়পুর, যোধপুর, আজমের, উদয়পুর, কোটার মতো শহরগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে গেহলোট সরকার কি এদের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ কার্য চালিয়েছে? এই দেশটি কি শুধু ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্যই? দরিদ্রদের কি ভারতে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই? পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে কী ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানানো উচিত সোনিয়া গান্ধীর। এর জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করা উচিত তার। রাস্তায় কংগ্রেস নেতাদের ধরে জনগণের উচিত এই প্রশ্নটা করা? অবশ্যই করোনা পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর এবং জটিল। এই পরিস্থিতিতে সরকারগুলির সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। সুতরাং, এখন কোনও সরকারের বিরুদ্ধে অযথা আঙ্গুল তোলা উচিত নয়। কিন্তু সোনিয়া গান্ধী নিজেই যখন এই সব করছেন, তখন তার কাছ থেকেই এই বিষয়ে জানা উচিত।সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে বোফোর্স কেলেঙ্কারি কংগ্রেস যে অর্থ কামিয়ে ছিল তার সদ্ব্যবহার করার সময় এসেছে। বলা বাহুল্য এই ধরণের মন্তব্যগুলির বর্তমানে কোনও স্থান নেই। পুরো দেশের উচিত ঐক্য বদ্ধ হয়ে করোনার ভাইরাসকে হারানো। কারণ করোনাকে পরাজিত করার পরেই রাজনীতি করার সময় আসবে। দেশ যদি করোনার কাছে পরাজিত হয় তবে রাজনীতি করতে কে থাকবে?

এখন সরকার বিদেশে আটকা পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনছে। যাদের শরীরে করোনা নেই কেবল তারাই দেশে ফিরতে পারবে। সরকার তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের ভাড়া দিতে হবে। তারা তো নিজেদের ব্যক্তিগত কারণেই গিয়েছেন। তারা নিজেদের ইচ্ছায় ও নিজের টাকায় গিয়েছেন। ফলে তাদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মোদীজি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।সোনিয়া গান্ধীর উচিত নিজের পরিবারের বৃহৎ সম্পদের একটি অংশ করোনা যোদ্ধাদের জন্য খরচ করা।

আশা করা যায় সোনিয়া গান্ধী এই ইস্যুতে আর কোনও রাজনৈতিক কোন্দল উত্থাপন করবেন না। তবে হ্যাঁ সরকারের কাছে প্রশ্ন করার বা সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রয়েছে তার। এই বিষয়টি নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। ভেবে চিনতে সরকারের দুর্বলতাগুলি আলোকপাত করা উচিত তার। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারে নেই তাই তিনি সরকার বিরোধী হতেই পারেন।দেশকে বিভ্রান্ত করার জন্য এখন জনসাধারণের কাছে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত তার। (লেখক সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ)

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সবজি ব্যবসায়ীদের হাতে মাস্ক ও সেনেটাইজার তুলে দেওয়া হয় সিপিএম এর পক্ষ থেকে। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হবে মামলার বিচার

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৭।। ভিডিও কনফারেন্সিং ও অন্যান্য তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারকাজ পরিচালনার বিধান রেখে 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ-২০২০' এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।তিনি বলেন, বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী, আদালতে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ বা তাদের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী এবং সাক্ষীদের উপস্থিতির মাধ্যমে মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ মহামারি রোধকল্পে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত আদালতসহ সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের সমাগম হয় এমন সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।সচিব বলেন,দীর্ঘ সময় ধরে আদালত বন্ধ থাকায় মামলা জট যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বিচারপ্রার্থীরা বিচারপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এবং বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে ভিডিও কনফারেন্সিংসহ অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম করার জন্য আইনি বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।ভিডিও কনফারেন্সিংসহ অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ-২০২০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন,এ ব্যবস্থায় আসামিকে জেলখানায় রেখে, আইনজীবীকে বাসায় রেখে ও সাক্ষীকে অন্য জায়গায় রেখে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে বিচারকার্য করা সম্ভব হবে। এটাই হলো এই অধ্যাদেশের মূল বক্তব্য।এখন সংসদ চালু না থাকায় আইন করা যাবে না বলে জরুরিভিত্তিতে এ বিষয়ে অধ্যাদেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এখন আইন মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করে দেবে। পার্লামেন্ট বসার প্রথম দিনই এটি সেখানে উপস্থাপিত হবে।

অসমে সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে দুর্নীতি সহ্য করা হবে না, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ মে (হি.স.) : এমজিএনরেগা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে, সে সব ব্যাপারে তিনি সরকার। কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের প্রস্তুত থাকতে সতর্ক করে দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। কোথাও যাতে দুর্নীতি সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি এবং সচিবদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। বৃহস্পতিবার ব্রহ্মপুত্র অতিথিশালায় সরকারি আবাস থেকে টেলিফোনে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সচিবদের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাফ জানিয়েছেন, দুর্নীতি হলে তা কখনও সহ্য করবেন না তিনি। টেলিফোনে বার্তালাপের সময় সর্বানন্দের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সচিব হেমেন দাস।

মহামারি কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক ব্যবধান বজায় রেখে স্বাস্থ্য বিভাগের বেঁধে দেওয়া নির্দেশিকা মেনে এমজিএনরেগার মতো প্রকল্পের কাজ শুরু করার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের অধীনে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চাল বিতরণে যাতে কোনও ধরনের দুর্নীতি না হয় সেদিকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সচিবদের কড়া নজর রাখতে বলেছেন তিনি। সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের বাছাই পর্বে যাতে কোনও ধরনের স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি না হয় এবং সুবিধাভোগীরা যাতে সঠিকভাবে সরকারের সমস্ত সুযোগসুবিধা পান সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েতে সভাপতি এবং সচিবদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ-ও বলেন, সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে দুর্নীতি হলে গোটা সরকারি ব্যবস্থার বদনাম হয়। তাই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা খুবই সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে কমপক্ষে ২০০০টি করে মাস্ক কিনতেও নির্দেশ দিয়েছেন। এই মাস্কগুলি প্রকল্পের অধীনে কর্মরতদের বিতরণ করতে হবে।মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রকোপে রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করতে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। সে কথা উল্লেখ করে তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউনের সময় সাধারণ মানুষ যাতে উন্মুক্ত জায়গায় সামাজিক ব্যবধান বজায় রাখেন, স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশিকা মেনে চলেন সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সচিবদের সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫৪৮, মোট মৃত ২৯৬

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯২জন। মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ঘন্টায় আরও ৭জনের। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৩১জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১১০১। বৃহস্পতিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বুলেটিন জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে।এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৪৮ জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২৯৬জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৯জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য।

এদিন স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বুলেটিনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৬১১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩২হাজার ৭৫২টি। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৪হাজার ৪৫৭জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১৭ হাজার ৬১০ জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৯ হাজার ৬১৮জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৬৫হাজার ৪৬৫জনের।

এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে ৭৮৩টি কেস। তাদের মধ্যে ১৪৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৭ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৩৫ জন।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট করোনায় অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৭।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নারায়নগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীন অসহায় বন্দর এলাকায় ৭৫০ জন, লামা পাড়ায় ৩৭৫ জন ও শিতলা মন্দির প্রাঙ্গনে ৪০০ মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, হিন্দু মহাজোটের কেন্দ্রীয় মহাসচিব অ্যাডঃ গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক। শিবু দাসের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন , খাদ্য বিতরন অনুষ্ঠানে হিন্দু মহাজোট নারায়নগঞ্জ জেলার সভাপতি অ্যাডঃ রঞ্জিত দে, সহ সাধারন সম্পাদক শিবু দাস, খোকন সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক নয়ন সাহা, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সত্যজিৎ পাল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক দাস প্রমুখ। নারায়নগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায়ের লাশ সৎকারে সমস্যা হওয়ায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট লাশ সৎকার টীম গঠন করা হয়। করোনা ভাইরাসে মৃত লাশের সৎকারে টীমকে বিশেষ প্রশিক্ষন দেন লাশ সৎকার টীমের প্রধান শ্যামল ঘোষ। শিবু দাস জানান দুর্যোগ যতদিন চলবে তত দিন ত্রান বিতরন অব্যাহত থাকবে। করোনা ভাইরাসের কারনে একজন মানুষও অনাহরে থাকবে না মর্মে ঘোষণা করেন নারায়নগঞ্জ জেলা সভাপতি অ্যাডঃ রঞ্জিত দে।

আমদানি-রফতানি সচল করতে ৪টি রুটে পার্সেল স্পেশাল ট্রেন চালাবে ভারত-বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ

ঢাকা, ৭ মে (হি. স.) : ভারতের সাথে বিরল-রাধিকাপুর, দর্শণা-গেদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল ও রহনপুর-সিঙ্গাবাদ রুটে মালবাহীর পাশাপাশি পার্সেল স্পেশাল ট্রেন চালাবে ভারত-বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। করোন ভাইরাসের আপদকালিন সময় পর্যন্ত এই পার্সেল স্পেশাল ট্রেন চালাচল করবে।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ে অধিদফতর এবং রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের রেলওয়ে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) মিয়াজাহান বলেন, উভয় দেশের রেলওয়ের সম্মতি এ পার্সেল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। আমদানিকারকরা যমুনা ব্রিজের(বঙ্গবন্ধু সেতু) পশ্চিম পাড়ে পর্যন্ত ভারতীয় লাগেজ ভ্যানে পিঁয়াজ, রশুন, আদা, মশলা ফলমূলসহ শিল্পকারখানার অতি জরুরি কাঁচামাল আনতে পারবেন। আমদানিকারকরা চাইলে ভারতীয় লাইগেজ ভ্যান থেকে মালামাল ট্রান্সসিপমেন্ট করে বাংলাদেশের রেলের লাগেজ ভ্যানে দেশের যেকোন স্থানে নিতে পারবেন। তবে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স যমুনার পশ্চিম পারেই করতে হবে। কারণ বঙ্গবন্ধু সেতুর লোড ক্যাপাসিটি কম। ভারতীয় লাগেজ ভ্যানের ওজন বেশি তাই। আমাদানিকারীরা ইচ্ছে করলে রেলের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মালপত্র আমদানি-রফতানি শুরু করতে পারেন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ভারতে লাগেজ ভ্যানে পিঁয়াজ লোড শুরু হয়েছে। ট্রেন ভারত থেকে ছাড়ার আগে বাংলাদেশে রেল কর্তৃপক্ষকে জানালেই সীমান্ত থেকে তা রিসিভ করা হবে। ভারতের সাথে আমদানি-রফতানি সচল রাখতে ৪ মে ভারতীয় হাইকমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের রেলপথ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্য বৈঠক করে।

করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় গত ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্য সবধরনের পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছিল ভারত। এর আগে ১৫ মার্চ থেকে ভারতের সাথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় উভয় দেশ। তবে ২৭ এপ্রিল থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে ২৮ এপ্রিল থেকেই মালবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনায় নতুন আক্রান্ত ৭০৬, সুস্থ আরও ১৩০

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৭।। মহামারি করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৭০৬ জন। ফলে দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ১২ হাজার ৪২৫। এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ১৩০ জন। সবমিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯১০ জন।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।তিনি জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ছয় হাজার ৩৮২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পাঁচ হাজার ৮৬৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো এক লাখ পাঁচ হাজার ৫১৩টি। নতুন নমুনা পরীক্ষায় আরও ৭০৬ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৪২৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ১৩০ জন, তার আগের ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৭৭ জন। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯১০ জন।তবে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যুর তথ্য বুলেটিনে উল্লেখ না করে ডা. নাসিমা জানান, এ তথ্য প্রেস রিলিজে জানিয়ে দেয়া হবে।গত বুধবারের (৬ মে) বুলেটিনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ছয় হাজার ২৪১টি নমুনা পরীক্ষায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ৭৯০ জন। সে হিসাবে বৃহস্পতিবারের বুলেটিনের তথ্য তুলনা করে বলা যায়, নতুন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা কমেছে। যদিও মৃত্যুর তথ্য তুলনা করা যাচ্ছে না।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ১০৭ জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন এক হাজার ৭৭১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৪৩ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন ৯৫০জন।গত ২৪ ঘণ্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে দুই হাজার ৩৩১ জনকে এবং এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে দুই লাখ চার হাজার ৩৩ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৯৬৭ জন এবং এ পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন এক লাখ ৬৩ হাজার ৫২৮ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৪০ হাজার ৫০৩ জন। বুলেটিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

গত ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে প্রথম শনাক্ত হলেও করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বেই তাণ্ডব চালাচ্ছে। মারাত্মকভাবে ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮ লাখ ৩৪ হাজার প্রায়। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই লাখ ৬৫ হাজার। তবে ১৩ লাখ রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। লম্বা হচ্ছে মৃত্যুর মিছিলও।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সারাদেশে চলছে ছুটি। বন্ধ বাস, ট্রেন, লঞ্চসহ সব ধরনের গণপরিবহন। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় পোশাক কারখানা খুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঈদের আগে শর্তসাপেক্ষে শপিংমল খোলা রাখার সিদ্ধান্তও হয়েছে। গত বুধবারই দেয়া হয়েছে শর্তসাপেক্ষে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অনুমতি।

করোনায় বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ ১৩ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৭।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে ২৪ ঘণ্টায় ১৩ জন মারা গেছেন বলে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে। এটি এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যা।এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৯ জনে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সংখ্যা জানিয়ে বলে, নতুন মৃতদের মধ্যে আটজন পুরুষ ও পাঁচজন নারী। তাদের মধ্যে ঢাকা শহরে ছয়জন, ঢাকা বিভাগে তিনজন ও চট্টগ্রাম বিভাগে চারজন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে ছয়জনের বয়স ষাটোর্ধ, চারজন ৫১ থেকে ৬০, দুজন ৪১ থেকে ৫০ এবং একজন ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যকার ছিলেন। শেষের ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।এর আগে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭০৬ জনের বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) শনাক্ত হয়েছে।তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬ হাজার ৩৮২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ৫ হাজার ৮৬৭টি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন করে ৭০৬ জনসহ দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১২ হাজার ৪২৫ জনে দাঁড়াল।দেশে বর্তমানে ৩৪টি ল্যাবে করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৩ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ হয়েছে ১ হাজার ৯১০ জন। আর এ সময়ে ১০৪ জনকে আইসোলেশনে এবং ২ হাজার ৩৩১ জনকে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে।

শিলচরে শনাক্তকৃত অসমের ৪৫ তম করোনা আক্রান্ত গাড়ি চোর, নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত

শিলচর (অসম), ৭ মে (হি.স.) : অসমের ৪৫ তম, কাছাড়ের শিলচরে শনাক্তকৃত কোভিড ১৯ সংক্রমিত মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার তেজপুরের পার্শবর্তী কোচগাঁওয়ের বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম বিভিন্ন অপরাধের মামলায় জড়িত। শোণিতপুর পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড গাড়ি চোর ফরিদুল। গত তিনমাস থেকে পলাতক ছিল সে। তার বিরুদ্ধে অসমের বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে, জানা গেছে কাছাড় পুলিশের বিশেষ সূত্রে।

রাজ্যের ৪৫ তম কোভিড-১৯ রোগী ফরিদুল সম্পর্কে জানা গেছে, রাজস্থানের প্রসিদ্ধ আজমির দরগাহে আটক অন্য তীর্থযাত্রীর দলের সঙ্গে গতকাল বুধবার একটি বাসে সকালে শিলচরে আসে সে। ফরিদুল ইসলামের গুয়াহাটিতে নামার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সে তার আসল পরিচয় গোপন রেখে বাস থেকে না নেমে অন্যদের সঙ্গে শিলচর চলে আসে। বাসেই সে জ্বর ও কাশিতে ভুগছিল।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফরিদুলকে তার বাড়ি ইত্যাদি জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখনই আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, ফরিজুল ইসলাম ট্রাক হাইজ্যাকের মতো নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত ফরিদুলের নাম কাছাড় পুলিশ প্রথমে ধরতে না পারলেও তার আসল পরিচয় বের করে দেয় করোনা।

বুধবার সকালে আজমির থেকে শিলচরের আইএসবিটিতে নামার পর তার স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অত্যধিক তাপমাত্রা দেখে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচর নেট্রিপের সরকারি কোয়ারিন্টাইন সেন্টারে। সেখানে তার লালারস সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিকেলে তার টেস্টের রিপোর্ট আসে পজিটিভ।

চিকিৎসক, প্রশাসনিক কর্মী জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা গুমড়া বাজার কমিটির

কাটিগড়া (অসম), ৭ মে (হি.স.) : করোনা যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিকদের নিরলস প্রচেষ্টাকে সম্মান জানিয়ে বৃহস্পতিবার কাছাড় জেলার গুমড়ায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত কর্মী, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং কাটিগড়ার বিধায়ককে বিশেষ সংবর্ধনা জানিয়েছে গুমড়া বাজার কমিটি। বাজার কমিটি সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা তাঁদের সক্রিয় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দিগরখাল হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শচীন্দ্র বৈষ্ণবের পৌরোহিত্যে আয়োজিত গুমড়া এমই স্কুলের সভায় কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, কালাইন এফআরইউ-এর চিকিৎসক ডা. সুমন ভৌমিক, সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট মদিরা বেগম, গুমড়া পুলিশ অনুসন্ধান কেন্দ্রের ইনচার্জ রামদুলাল গোয়ালা, গুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর সভাপতি অসিত দাস, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত (এপি) সভাপতি কার্তিক তাঁতি, মহাদেবপুর জিপি সভাপতি রাজীব চন্দকে ফুলের তোড়া ও গামছা দিয়ে সংবর্ধনা জানান গুমড়া বাজার কমিটির কর্মকর্তারা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন বাজার কমিটির সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস। তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্ব যখন করোনা সন্ত্রাসে জর্জরিত তখন জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দিন রাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া সাংবাদিকরা দেশের এই কঠিন সময়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। ফলে তিনি জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ প্রশাসন, চিকিৎসক - স্বাস্থ্যকর্মী সহ এই মহান কাজে নিয়োজিত সবাইকে করোনা যোদ্ধা বা সৈনিক বলে অভিহিত করেন।

এছাড়া এদিনের সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ

ছয়ের পাতায়

লকডাউনে বিনা পয়সার সবজি বাজার বারাসতে

বারাসত, ৭ মে (হি.স.): করোনার প্রভাবে লকডাউনের সময় বিনা পয়সার সবজি বাজার বসল উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে। বৃহস্পতিবার বারাসতের হরিতলা মোড়ের এই বিনা পয়সার সবজি বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সবজি নিলেন ২০০ জন।এই হাটে ঢুকতে দেওয়া হয়।

লকডাউনে শহরের অধিকাংশ বড় দোকান-বাজার বন্ধ, চূড়ান্ত ক্ষতির মুখে কৃষকরা। তাঁদের সমস্যার খানিকটা সমাধানে বারাসতের হরিতলা মোড়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের উদ্যোগে হাত বসল হরিতলা মোড়ে। আর সেখান থেকে বিনা পয়সার সবজি নিলেন দুঃস্থরা বৃহস্পতিবার বারাসতের হরিতলা মোড়ের এই বিনা পয়সার সবজি বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সবজি নিলেন ২০০ জন।এই হাটে ঢুকতে দেওয়া হয়। এখানে মিলছে আলু, লঙ্কা, পেঁয়াজ, কুমড়ো, শাক...সবই।

উল্লেখ্য, বারাসতের হরিতলা

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আনন্দমার্গীদের উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরমে প্রয়োজন কুল ট্রিটমেন্ট

এখন গরম। এই গরমে ত্বক একটু বেশি রকম সমস্যার জর্জরিত হয়। সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে অতিরিক্ত তেল নির্গত হতে থাকায় ত্বক তেলতেলে হয়ে যায়। তার ওপর ঘামের প্রভাব ত্বককে নাজেহাল করে দেয়। ব্রণ সুষ্টি হয়। এর সহেগ অ্যাকনে র‍্যাসেড দাপট তো আছেই। এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গরমে প্রয়োজন কুল ট্রিটমেন্টের, তার জন্য যে ট্রিটমেন্টটি উপযুক্ত তার নাম টারম্যানরিক জেল ফেসিয়াল বা ট্রিটমেন্ট। এই ট্রিটমেন্ট করানোর আগে হলুদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। হলুদের ব্যবহার রূপচর্চা বা ওষুধ হিসাবে আমাদের দেশেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটি কেটি ভেষজ উপদান। হলুদ আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজের উৎস। হলুদে আছে ভিটামিন বি, ফাইবার এবং পটাশিয়াম। সাধারণ টাকাছেঁড়ায় লহুদ অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক বা যাদের ত্বকে অ্যালার্জির প্রকোপ বেশি তা কমাতে এবং নতুন কোষ গঠনেও হলুদ উপকারী। এটি ত্বকের দাগ দূর করে। ত্বকের ট্যানও নির্মুল করে।এই চারম্যারিক জেল ফেসিয়ালের উপকারিতা অনেক। এটি তৈলাক্ত ত্বকের পক্ষে উপকারী। এই ম্যাসাজ জেলটি তৈলাক্ত ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করার দন্য খুব উপযোগী, ব্রণ নির্মুল করতে সাহায্য করে। এই প্রাকৃতিক ভেষজ পর্দাথ যাথা টিট্রি অয়েল, অ্যালোভেপরা জুস ও টারাম্যারিক কবা হলুদের নির্যাস সমৃদ্ধ হওয়ায়া ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল বানায়।

এই ফেসিয়ালটি বেশ কয়েকটি ধাপে হয়। ক্লনজিং, এক্সফোলিয়েশন, নারিশিং, ম্যাসাজ ওবং প্রোটেক্ট প্যাক ঢগানোর মাধ্যমে করা হয়।

প্রথম ধাপে ঠান্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছে লেমন ক্লিনজার দিয়ে দু'মিনিট কহালকা ম্যাসাজ করে ময়লা তুলে ফেলা হয়। এই লেমন ক্লিজারটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপযুক্ত। এই তেল নিয়ন্ত্রণকারী ক্লিনজারি ভেষজ উপাদান যথা লেমন নির্যাস, পুদিনা নির্যাস, নিম নির্যাস ও ভিটামিন, সি-তে সমৃদ্ধ। এরপর তোয়োলে দিয়ে মুখে মুছে নিম স্কারাবার ব্যবহার করা হয়। এটি নিম নির্যাস সমৃদ্ধ হওয়ার তৈলাক্ত ও সেনসেটিভ ত্বকের পক্ষে খুব উপযোগী। তাছাড়া এটি খুব মসৃণ দানা যুক্ত হওয়ায় তৈলাক্ত ও ক্ষতুযুক্ত ত্বকে ব্যবহার কার হয়। এই নিম স্ক্রাবার দিয়ে দু'মিনিটে হালকা ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই এক্সফোলিয়নের মাধ্যমে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। ত্বক দ্বাগমুক্ত হয়। ত্বক মোলায়েম করার জন্য না ঘষে মর্নিং মিস্ট লোশন লাগনো হয় আলতোভাবে। তারপর টারাম্যারিক ম্যাসাজ জেল দিয়ে মুখেথর ও ঘাড়ের সঠিক প্রেশার পয়েন্টের মাধ্যমে লিম্ফোটিকক ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ক্রিমটি টিট্রি অয়েল ও হলুদের গুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় ত্বককে নগরং ও তরুণ করে কোলে। লিম্ফোটিক ম্যাসাজের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত বর্জ্যপদার্থ বের করে জি টক্সিফাই করা হয়। পাঁচ-ছয় মিনিট হাতে এই ম্যাসাজ দেওয়ার পর ওজোন মেশিন চালানো হয়।

যাতে এই ক্রিমটি ত্বকের ডারমিস স্তরে পৌঁছায় ও ত্বকের সুপার ফেসিয়াল ডেড সেলগুলিকে রিমুভ করে।ত্বকের ভিতরে বর্জ্যপদার্থ বের হতে সাহায্য করে এবং ব্রণ থাকলে সেখানে ইনফেকশন ফ্রি জোন তৈরি করে। ত্বক জীবাণউমুক্ত করে । এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ মুছে ফেলা হয়।

এবার টি ট্রি গ্লো লাগানোর পালা। এই প্যাকটিতে নিহিত বেষজ উপাদান আলট্রায়োলেট রশ্মি ও পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাব ত্বকের ওপর পড়তে দেয় না। এবং অতিরিক্ত তেলের জন্য যে ব্রণ তা থেকে ত্বককে গভীরে গিয়ে জমে যাওয়া মৃত কোষগুলিকে সাফ করে দেয়। ত্বকের ময়েশ্চার ও অয়েলের সমতা বজায় রাখে। মুখ গলা ও ঘাড়ে মোটা করে প্যাকটি লাগিয়ে ২০- ৩০ মিনিট পর শুকিয়ে গেলে জল স্প্রে করে হালকাভাবে একটু ম্যাসাজ দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

হলুদের গুণ সম-দ্ধ টারাম্যারিক জেল ফেসিয়ালটি তৈলাক্ত ত্বক বা ব্রণর জন্য উপকারী হলেও এই গরমে যাঁদের শুষ্ক ত্বক তাঁরা এই ফেশিয়ালটি অর্থাৎ কুলিং ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। তাংদের ক্ষেত্রে প্রথমে অ্যালেভেরা যুক্ত ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে ম্যাসাজ জেলের সঙ্গে আমন্ড ক্রিম ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিশকার করে ম্যাসাজ জেলের সঙ্গে আমন্ড ক্রিম বা ক্যারট ক্রিম মিশিএয় লিণে'টিক ম্যাসাজ দিতে হবে।

এর পরে গ্যালভানিক মেশিন চালাতে হবে। এতে রোদের কালো ছোপ এবং ট্যান দুর হয়ে ত্বকের গ্লো ফিরে আসবে। এই অ্যাপেল জুস, লেমন জুস, টম্যাটো জুস ও পুদিনা পাতার রসসমৃদ্ধ যা ত্বকের ভাব দূর করে। ত্বককে টানটান রাখে। এটি পরিবেশের দূষণজনিকত ও ক্ষতিকারক প্রভাবে থেকে ত্বককে রক্ষা করে। সবচেশেষে সামারকুল জেল ও সানস্কিত্রন মিসিয়ে মুখে মাখতে হবে।

এই ট্রিটমেন্টে গরমে ঝলসে যাওয়া ত্বক, কালো ছোপযুক্ত ত্বকের সমস্যা দূর হয়। হিট র‍্যাশ, আকনে ত্বহক থেকে নির্মূল হয়। ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী ৩/৪ টি সিটিং নেওয়া প্রয়োজন।

ঘরোয়াভাবে ও হলুদ দিয়ে আপনি রূপচর্চা করতে পারেন। তাতেও তাঁদের ত্বকে দু'চামচ আঙুরের রস ও কাঁচা হলুদ বাটা ও গোলাপ জল মিশিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে ঠান্ডা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে টোনার লাগানো ব্রণ পিম্পল চলে যাবে। বলিরেখার জন্য হলুদের গুঁড়ো, দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে চোখের চারপাশে ও বলিরেখা যুক্ত জায়গায় লাগিয়ে দশ- পনেরো মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। বেসন, চালের গুঁড়ো দই বা দুধ পাতিলেবুর রস, কাঁচা হলুদ মিসিয়ে স্ত্রার তৈরি করে সপ্তাহে তিন দিন করে লাগালে ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়। কাঁচা হলুদ বাটা নিয়মিত ব্যবহার করলে ও মাখলে ত্বক রোদে কম পোড়ে এবং কালো হওয়াডসম্ভাবনা কম থাকে। ম্যাসাজের জন্য দুধের সর, মধু ও কাঁচা হলুদ ব্যবহার করা যেতে পারে। হলুদ শুধু রূপচর্চায় নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে কাজে লাগে। অ্যাজমা থেকে শুরুর করে ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধিতেও হলুদ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। অধিকাংশষ রান্নায় হলুদ ব্যবহৃত হওয়ায় খাবার জীবাণুমুক্ত হয়।

শ্যুটিং চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে গুরুতর জখম টেলিভিশন অভিনেত্রী

শ্যুটিং চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে গুরুতর জখম টেলিভিশন অভিনেত্রী রীনা আগরওয়াল। সূত্রের খবর, ক্যেয়া হাল মিস্টার পঞ্চাল'র শ্যুট চলাকালীন কুকুরের আক্রমণে জখম হন তিনি। শ্যুটিংয়ের দৃশ্যটি ছিল কুকুরের সঙ্গেই। শ্যুট চলতে চলতে হঠাৎই কুকুরটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, এবং রীনার মুখে কামড় বসায়। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাঁকে।

হাসপাতালে সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি সেলাই করতে হয়েছে তাঁর মুখে। ডাক্তাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যেহেতু মুখে চোট পেয়েছেন আর স্টিচও রয়েছে তাই তাঁকে কমপক্ষে এক মাসের জন্য বেডরেস্টে থাকতে হবে।

'ক্যেয় হাল মিস্টার পঞ্চাল' সিরিয়ালের ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফত শোনা যায়, রীণার চোট গুরুতর। কুকুরটি তার ঠিক ডান চোখের নীচে দাঁত বসিয়েছে। কোকিলাবেন আম্বানি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে প্রায় পাঁচটা ইজেকশন দেওয়া হয়। এরপর প্রয়োজন পরলে আরও কয়েকটি দিতে হবে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আঘাতটি ঠিক হতে কুড়ি তিরিশ দিন সময় লাগবেই।

গরমে রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করেঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করেঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায়ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।, স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করে ঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করেঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায়ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধুঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় । এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

গরমে জ্বর ও টাইফয়েড প্রকোপ বাড়ে

এই ঋতুতে একটু সাবধানতা অবলম্বন না করলেই সমস্যা। এই সময় জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ভয়ংকর ভাবে বেড়ে যায়। টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরার প্রকোপে আমাদের জীবন জেরবার হয়ে পড়ে। এবার আমি টাইফয়েড নিয়ে আলোচনা করব। কারণ এই রোগটি বাংলার মানুষজনকে বহুদিন ধরে ভোগাচ্ছে।

যেসময় অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, সেই আমলে এই রোগটি ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তখন মানুষজন হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করিয়ে এই টাইফয়েডের মারাত্মক ছোবল থেকে রেহাই পেতেন। এরপর এল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। ফলে চিত্রটা বহুলাংশেই পাল্টে গেল। তা সত্ত্বেও টাইফয়েডের আক্রমণ থেকে সদ্য রেহাই পেয়েছেন এমন বহু মানুষকে বলতে শোনা যেত— রোগ তো সেরেছে কিন্তু হজমের বারোটা বেজে গেছে। কেউ কেউ চুল উঠে যাচ্ছে, কেউবা কানে কম শুনছেন বা স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে বলে অভিযোগ করতেন।

টাইফয়েডের পুরনো ওষুধ ক্লোরাম ফেনিকল এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না। তবে কোনো কোনো চিকিৎসক এখনো এই ওষুধটি দেন, তারা পছন্দ করেন। কিন্তু ক্লোরাম ফেনিকাল:- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। আগে টাইফয়েড রোগটি নির্ণয় করতেও অনেক সময় লাগত। সাতদিনের আগে রোগটি টাইফয়েড কী না বোঝা যেত না। বর্তমানে বহু উন্নত অ্যান্টিজেন কিট এসে গেছে। যার মাধ্যমে দ্রুত রোগটি কি তা বোঝা যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্রড স্প্রেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার যাচ্ছে।টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অসুখ। আগে টাইফয়েড রোগটি নির্ণয় করতেও অনেক সময় লাগত। সাতদিনের আগে রোগটি টাইফয়েড কী না বোঝা যেত না। বর্তমানে বহু উন্নত অ্যান্টিজেন কিট এসে গেছে। যার মাধ্যমে দ্রুত রোগটি কি তা বোঝা যায়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্রড স্প্রেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার যাচ্ছে।

টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অসুখ। জলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায়। এবং সেখানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নানা কান্ডকারখানা ঘটায়। অবশেষে যা হওয়ার তাই হয়। পাকস্থলীর ওই অংশের লিমপ্যাটিককে আক্রমণ করে ঘা তৈরি করে। বহুক্ষেত্রে রুগির পাকস্থলী পাতলা ফিনফিনে হয়ে যায়। আগেকার দিনের চিকিৎসকরা এজন্য রোগীদের হালকা সহজপাচ্য খাওয়ার খেতে বলতেন। শক্ত কিছু লাগলে তো ওই অংশটা ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উন্নত অ্যান্টিবায়োটিক এসে যাওয়ার দরুণ বর্তমান চিকিৎসকরা এখন সব ধরনের খাওয়ারই খেতে বলেন। আমি কিন্তু এখনো হালকা সহজপাচ্য খাওয়ারই খেতে বলি।

হোমিওপ্যাথিতে টাইফয়েডের অনেক ভালো ওষুধ আছে। আমাদের শাস্ত্রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হয়। আমরা সেই বিষকেই প্রয়োগ করি যা সেটা তৈরি করতে পারে।

হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে যখন সেই বিষটি প্রয়োগ করা হয় তখন সেটি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে চমৎকার ভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে অসুখটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

হোমিওপ্যাথিতে ব্যাপটিসিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ওষুধ। রোগীর মুখে,প্রস্রাব ও মলে প্রস্রাব দুর্গন্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নমাত্রায় ব্যাপটিসিয়া ৩ এক্স বা ৬ বারে বারে প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। প্রবল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেও রোগীর জ্বর কমান যাচ্ছে না। এই ওষুধটি ব্যবহার করার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তার জ্বর কমে যেতেও দেখেছি। আগেকার দিনে টাইফয়েড বা এন্টারিক ফিভার হয়েছে কি না বুঝতে বেশ কিছুদিন সময় লাগত। এখন তো সে সমস্যা নেই। কী হয়েছে সেই ফলটা খুব দ্রুত জানা যায়। আমরা যদিও রোগীর লক্ষণ দেখে ওষুধ দিই। তবুও এই দ্রুতরোগ নির্ণয় করাটা আমাদের সবার পক্ষেই শুভ হয়েছে।

টাইফয়েডে আক্রান্ত রোগীদের জন্য আর একটি চমৎকার ওষুধ হল টাইপয়েডিনাম। টাইফয়েড থেকে তৈরি এই ওষুধটি খুবই অদ্ভুত কাজ করে। এটি শুধু অসুস্থ অবস্থায় নয়। টাইফয়েড জনিত যেসব সমস্যায় রোগী আক্রান্ত হন তা নির্মূল করতেও এটি প্রয়োগ করা হয়। একবার বিখ্যাত এক চিকিৎসক ডাঃ দুবে আমাকে একটা ঘটনা বলেছিলেন— একটি বাচ্চা ভীষণভাবে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। তার গায়ের কাছে গেলেই সে প্রায় আঁতকে উঠে বলছিল তোমরা কাছে এস না, আমার শরীরে প্রবল ব্যথা। দুবে ছেলেটির রোগলক্ষণ দেখে আর্নিকা খেতে দেন। এই ওষুধটি খাওয়ার পর তার জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ ধীরে ধীরে চলে গেল।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুব মুক্তমনে করতে হয়।

টাইফয়েডের ওষুধ কেবলমাত্র ক্লোরাম ফেনিকল ভেবে চিকিৎসা করলে চলবে না। এ টু জেড সব ওষুধই এক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে আসতে পারে।

টাইফয়েডিনাম যেমন আসতে পারে তেমনিই আর্নিকা, ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার করা হয়। হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের কমন ওষুধ ব্যাপটিসিয়া, ব্রায়োনিয়া, হিপারসলেফ, বেলেডানা ঘুরে ফিরে আসে। এতে জ্বরও অন্যান্য উপসর্গ খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। রোগীর মাথা ভার, গলা ধরে আছে। গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শুলে ঘাম হচ্ছে। কিন্তু চাপা সরালেই ঠান্ডা লাগছে, শীত করছে। ঘাম হচ্ছে অথচ জ্বর সারছে না— এক্ষেত্রে হিপারসালফ দারুণ কাজ করবে। টাইফয়েডের কারণে যাদের চুল উঠে যায় তাদের ক্ষেত্রে সালফার, থ্যালাসিয়াম, ফসফরাস দারুণ কাজ দেয়।

তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই কোনো ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। টাইফয়েডের পর বহুক্ষেত্রে তোতলামি আসতে দেখেছি। এক্ষেত্রে টাইফয়েডিনাম দারুণ কাজ করে।তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন— টাইফয়েড ভালো হয়ে গেছে বলে লাফালাফি করার দরকার নেই। সেরে যাওয়ার পরও অবশ্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা দরকার। এসময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণই নেমে যায়। এই সমস্ত সমাধান আমাদের ওষুধ ছাড়া কিছুতেই হবে না। আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। পোস্ট টাইফয়েডের ক্ষেত্রে রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। তার দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য সালফার ওষুধটি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো খেতে হবে। তা নাহলে রোগটি পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বাজারগুলিতে চলে করোনা পরীক্ষা। ছবি- নিজস্ব।

বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিক, বলিউড তারকাদের উদ্বেগ প্রকাশ

মুম্বই, ৭ মে (হি.স.): দেশজুড়ে চলছে করোনা বিপর্যয়। এরই মধ্যে নতুন বিপদ বিশাখাপত্তনমের আর আর ভেঙ্কটাপুরামের এল জি পলিমার কারখানার কেমিকেল প্ল্যান্টে হঠাৎই গ্যাস লিকের ঘটনা। বৃহস্পতিবার লিক হওয়া গ্যাসের তীব্রতা এতটাই ছিল যে তা ছড়িয়ে পড়তেই রাস্তায় কিছু লোক অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অনেকের চোখ জ্বালা করতে থাকে। কয়েকজনের শ্বাসকষ্টের সমস্যাও দেখা যায়। প্রায় ২০০ জনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে । এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেছেন তারকারা।

সানি দেওল : বিশাখাপত্তনমের গ্যাস লিকের খবরটা শুনে খুব কষ্ট হচ্ছে। সবাই দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।

রকুল প্রীত সিং : বিশাখাপত্তনমের গ্যাস লিকের খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগছে। আশাকরি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

অর্জুন কাপুর : খবরটা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শহরবাসীর জন্য আমি প্রার্থনা করছি। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

তামান্না ভাটিয়া : সকালে ঘুম থেকে উঠে এই খারাপ খবরটা শুনলাম। যাঁরা হাসপাতালে ভরতি তাঁরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।

টিসকা চোপড়া : ভগবান ২০২০ কবে শেষ হবে ? মৃতদের পরিবারের প্রতি সববেদনা জানাই।

মহেশ বাবু : বিশাখাপত্তনমের গ্যাস লিকের খবরটা শুনে খুব খুব খারাপ লাগছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। যাঁরা হাসপাতালে ভরতি তাঁরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।

বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েছে সিরিয়ালের শিশু শিল্পী, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাড়ি ফেরার কাতর আর্জি

হুগলি, ৭ মে (হি.স.) : বেড়াতে গিয়ে হিমাচলে আটকে পড়েছে গোপাল ভাঁড় সিরিয়ালে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করা শিশু শিল্পী হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা রক্তিম সামন্তর পরিবার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাড়ি ফেরার কাতর আর্জি জানালেন।।বাবা মা দাদু দিদা সহ মোট সাতজন হিমাচলের মান্ডির হোটেলে আটকে রয়েছেন। শিশু শিল্পীর বাবা রাজীব সামন্ত তার ফেসবুকে বাড়ি ফেরার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

রাজীব বাবু জানান,হিমাচল সরকারের কাছে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না।থাকা খাওয়ার খরচ নিজেদেরই বহন করতে হচ্ছে। গত ১৬ মার্চ রাজধানী এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে ১৮ তারিখ মানালী পৌঁছায় উত্তরপাড়ার সামন্ত পরিবার।২২ তারিখ জনতা কার্ফুর দিন তাদের হোটেল খালি করতে বলা হয়।রাত দশটায় বেরিয়ে গভীর রাতে তারা হিমাচলের মান্ডিতে পৌঁছান।সেখান থেকে পরদিন দিল্লী গিয়ে ২৫ তারিখ তাদের প্লেনে টিকিট ছিল।কিন্তু ২৪ তারিখ রাত থেকে লকডাউন হয়ে যাওয়ায় আর ফিরতে পারেননি রাজীব বাবুরা।ফেসবুকে তার আবেদন দেখে উত্তরপাড়ার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন,যে সমস্ত পর্যটকরা ভীন রাজ্যে আটকে পরেছেন তাদের জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে।সেই পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেলেই আটকে পরাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় জীবাণুমুক্তকরন গিরিশ পার্ক থানা

কলকাতা, ৭ মে (হি স): করোনা মোকাবিলায় দেশ জুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। লকডাউনের মাঝেও করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিকরা করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত। আর তাই করোনা সংক্রমণ এড়াতে সুরক্ষার স্বার্থে এবার জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে একাধিক থানা। বৃহস্পতিবার জীবাণুমুক্ত করা হল গিরিশ পার্ক থানা। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

কঠিন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে কলকাতা পুলিশ।করোনা মোকাবেলায় ক্রমাগত কলকাতাবাসীকে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ।করোনা মোকাবিলায় গৃহবন্দী শহরতলীর দায়িত্ব যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। করোনা মোকাবিলায় এদিন সুরক্ষার স্বার্থে গিরিশ পার্ক থানা জীবাণুমুক্ত করা হল।

বুদ্ধপূর্ণিমায় অতি সংক্ষিপ্ত আকারে অনুষ্ঠান পালন রিষড়ায় বৌদ্ধ বিহারে

হুগলি,৭ মে (হি. স.) : সারা বিশ্বজুড়ে ভগবান বুদ্ধের ২৫৬৪ তম বুদ্ধপূর্ণিমা পালন করা হচ্ছে আজ। এবছর করোনার আতঙ্কে সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত অনুষ্ঠান সূচি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হুগলির রিষড়ার বড়ুয়াপাড়ার বৌদ্ধ বিহারে সকালে অনুষ্ঠানটি পালন করা হলো অতি সংক্ষিপ্ত আকারে।বৌদ্ধ বিহারের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ছাড়াও কয়েকজন সাধক সাধিকা এসেছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ।তবে যা হয়েছে সবটাই সংক্ষিপ্ত আকারে। সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনে। এখানকার ভিক্ষুরা জানালেন প্রতিবছর প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে এখানে। কিন্তু এ বছর করোনার যে ভয়াবহতা বিশ্বজুড়ে পড়েছে , সেই কারণে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী এখানকার মানুষরা সেইভাবে উপস্থিত হতে পারেননি। বাড়িতে বসেই সবাই প্রার্থনা করেছেন প্রভু তথাগত ভগবান বুদ্ধের কাছে। এদিন সন্ধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান এখানে হবে। এবং প্রভু ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করা হবে সকলের মঙ্গলের জন্য।

পুঞ্চ সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, যোগ্য জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি. স.): বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও অভ্যাস বদলায়নি পাকিস্তান। ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল তারা। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও কসবা সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার শেলিং করার পাশাপাশি চলে ছোট ও মাঝারি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলাবর্ষণ। এমনকি ভারতীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করেও অবিরাম ধারায় লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাকিস্তানিরা। বৃহস্পতিবারে পাকিস্তানের তরফে এই গোলাবর্ষণের পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুই তরফের গুলি বিনিময় চলছে। সেনাবাহিনী র তরফ থেকে জানানো হয়েছে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টায় এই গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তান। বুধবার পুঞ্চ জেলার শাহ পুরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে গোলাবর্ষণ করেছিল পাকিস্থান।

বীমা ও নিরাপত্তার দাবিতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিক্ষোভ ঠিকা কর্মীদের

কলকাতা, ৭ মে(হি. স.): নিজেদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবিতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুপারের ঘরের সামনে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখায় সেখানকার ঠিকা কর্মীরা। এদিন কাজ বন্ধ করে শতাধিক কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় সুপারের ঘরের সামনে। এই ঠিকা কর্মীদের কিছু হয়ে গেলে তাদের পরিবার পরিজনদের দায়িত্বকে নেবে তা নিয়ে দিন প্রশ্ন তোলেন তারা। একইসঙ্গে হাসপাতাল চত্বরে তাদের কোয়ারান্টিনে থাকতে দিতে হবে বলেও দাবি জানান ঠিকা কর্মীরা।

গতকালই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে সম্পূর্ণ করনা হাসপাতাল বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ড ছাড়াও যত্রতত্র কাজ করছেন প্রায় শতাধিক ঠিকা কর্মী। তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এই বিষয়ে দাবি তুলে এদিন সুপারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তারা। এই মুহূর্তে তারা আট হাজার টাকা করে বেতন পান। তাদের বেতন ২০০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে বললেও তারা তাদের বেতন আরো বেশি পরিমাণে বাড়ানোর জন্য দাবি জানান। অন্যদিকে, তাদের বীমা করে দেওয়ার জন্য দাবি করেন তারা।

এক ঠিকা কর্মীর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী সাফাই কর্মীদের জন্য বীমার উল্লেখ করেছেন কিন্তু তা শুধুমাত্র সরকারি সাফাই কর্মীদের জন্য। আমাদের মত ঠিকা কর্মীদের জন্য কিছু ঘোষণা করা হয়নি। আমাদের বলা হচ্ছে সাত দিন কাজ করার পর সাত দিন বাড়িতে একান্তবাসে থাকতে। কিন্তু এখান থেকে কাজ করে বাড়ি যাওয়ার পর আমি যে করোনা সংক্রমিত নই তার কি প্রমাণ আছে।' ঠিকা কর্মীরা আরও জানায়, তাদের অনেকেই রোজ বাড়ি থেকে যাতায়াত করছেন কাজের জায়গায়। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকরা পিপিই পোশাক পরেও যদি সংক্রমিত হতে পারেন তাহলে আমরা কোন রকম নিরাপত্তা ছাড়াই কাজ করছি সে ক্ষেত্রে আমাদের সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি পরিমাণে থেকে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের পরিবার পরিজনদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে বলে এদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই স্বাস্থ্য কর্মীদের বা ঠিকা কর্মীদের পাড়ায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে হাসপাতালের সুপার ঠিকা কর্মীদের জানিয়েছেন, তিনি একটি চিঠি লিখে দেবেন সেই চিঠি নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় গেলে পুলিশ ওই ঠিকা কর্মীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। যদিও এই পুরো বিষয়টিতে আস্থা রাখতে পারেনি ঠিকা কর্মীরা।

প্রবাসী ভারতীয়দের দেশে ফেরার রেজিস্ট্রেশনের চাপে ক্র্যাশ করল অসামরিক বিমানমন্ত্রকের ওয়েবসাইট

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে আটকে ভারতীয়দের ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৬৪টি বিমান ব্যবহার করা হবে ফিরিয়ে আনা হবে বিদেশে কর্মরত দেড়লক্ষ ভারতীয়কে। তারপরই নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে এত সংখ্যক মানুষ অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন যে বুধবার রাতে বিকল হয়ে যায় ওয়েবসাইটটি। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তা চালু করা যায়নি।

অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, কয়েক লক্ষ মানুষের চাপ একসঙ্গে পড়াতেই এই বিপত্তি ঘটেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, সাইবার বিশেষজ্ঞ এবং টেকনিক্যাল টিম কাজ করছে। দ্রুত ওয়েবসাইটটি সক্রিয় হবে। ভারতের বাইরে বিশেষত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড, কাতার, কুয়েতের মতো দেশগুলিতে আটকে পড়েছেন প্রায় তিরিশ লক্ষ ভারতীয়। তাঁদের অধিকাংশই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অনেকে আবার স্ত্রী-সন্তান-সহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন ওই দেশগুলিতে। যত মানুষ আটকে পড়েছেন তার তুলনায় ফেরানোর সংখ্যাটা কিছুই নয় ইতিমধ্যেই ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি রণতরী রওনা দিয়েছে মলদ্বীপের উদ্দেশে। সেখান থেকে কয়েক হাজার ভারতীয়কে ফেরানো হবে। ২১ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

কাছাড়ে আগ্নায়াস্ত্র সহ ধৃত এনএসসিএন (আর) জঙ্গি নেতা

শিলচর (অসম), ৭ মে (হি.স.) : কোভিড ১৯ সংক্রমণ নিয়ে যখন সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছে ঠিক সে সময় কাছাড় পুলিশ এবং আসাম রাইফেলসের যৌথ বাহিনী এক বড় সড় সাফল্য পেয়েছে। গোপন সূত্রের খবরকে ভিত্তি করে কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুরের এসডিপিও এবং জিরিঘাট থানার ওসির নেতৃত্বে কাছাড় পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের যৌথ বাহিনী বৃহস্পতিবার দুপুরে জিরিঘাটে এক অভিযান চালিয়ে এনএসসিএন (আর) জঙ্গি সংগঠনের স্বয়ম্ভু লেফন্যান্ট কর্নেল জনা রংমাইকে গ্রেফতার করেছে।

কাছাড় পুলিশ ও আসাম রাইফেলস ধৃত জঙ্গির কাছ থেকে একটি সি জেড ৭৫ বি নাইন এমএম পিস্তল ও ১০ রাউন্ড তাজা গুলি এবং একটি চাইনিজ গ্রেনেড উদ্ধার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃত জঙ্গিকে কাছাড় পুলিশের পদস্থ গোয়েন্দা আধিকারিকরা জেরা অব্যাহত রেখেছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী কং নেতা সিদ্দেক আহমেদ ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার কচুয়াদম মডেল হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারী জামাতিদের অভাব অভিযোগ শুনতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। কচুয়াদম মডেল হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে জামাতিদের। থাকা খাওয়ার কোনও সুবন্দোবস্ত নেই। সেখানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা জামাতিরা টেলিফোনে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদকে এ ধরনের অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ বৃহস্পতিবার সকালে কচুয়াদম মডেল হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারীদের অভাব অভিযোগ শুনতে যান। প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাষ্য মতে, তিনি হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করেননি। বাইরে থেকেই তাঁদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন।

এদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদের কচুয়াদম মডেল হাসপাতাল পরিদর্শনের খবর পেয়েই করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিলামবাজারের সার্কল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম এবং পাথারকান্দির ওসি তনভির আহমেদ সিদ্দেক আহমদের বারইগ্রামে অবস্থিত বাসভবনে গিয়ে সিদ্দেক আহমদকে চৌদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়ে আসেন।

করোনা মোকাবিলায় পথ দেখাচ্ছে আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, দাবি

আহমেদাবাদ, ৭ মে (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় পথ দেখাচ্ছে আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছে গুজরাট সরকার। গুজরাট সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তিরা করোনার কারণে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন, তাঁদের হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্দেব চিকিৎসা করার পর দেখা গিয়েছে তাঁদের বেশিরভাগেরই করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

গুজরাটের স্বাস্থ্য দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৩৫৮৫ জনকে আয়ুর্বেদের ওষুধ ও ২৬২৫ জনকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে মাত্র ১১ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তিনি বলেছেন, 'এই ঘটনাই প্রমাণ করে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করোনা মোকাবিলায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।'

বাজারিছড়ায় রক্তদান শিবির এবিভিপি ও স্মাইল-এর

বাজারিছড়া (অসম), ৭ মে (হি.স.) : লকডাউন ৩.০-এর আবর্তে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র শিবেরগুল শাখা এবং করিমগঞ্জের সামাজিক সংস্থা স্মাইল-এর যৌথ উদ্যোগে বাজারিছড়া সানি ক্রীড়া সংস্থার প্রেক্ষাগৃহে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে মোট কুড়ি জন উৎসাহী যুবক স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন।

রক্তদান শিবির আয়োজন উপলক্ষ্যে এবিভিপি-র জেলা সহ-সংযোজক ও স্মাইল এনজিও-র সংযোজক যথাক্রমে প্রদীপ দেবনাথ ও পঞ্চমী দেব জানান, সামপ্রতিককালের অতিমারির ফলে করিমগঞ্জ জেলা ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। এ জন্য তাঁদের এই প্রয়াস যাতে কিছুটা হলেও এই ঘাটতি পূরণ করা যায়। বলেন, এতে হয়তো কোনও মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষা হতে পার। অর্থাৎ রক্তদান জীবনদান, এই ভাবনাকে মাথায় রেখে তাঁদের এই প্রচেষ্টা।

এই শিবিরে করিমগঞ্জ ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নয়ন চক্রবর্তী, সিতাংশু দত্ত ও রাহুল চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাজারিছড়া হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. পেন্তিলং রংমাই। এদিনের শিবিরে রক্তদাতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে দুই আয়োজক সংস্থা। এই শিবিরে স্মাইল এনজিও-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেবশ্রী নন্দী ও অমিত দেব। ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শিবেরগুল শাখার পক্ষে বিজয় রায়, রনি পাল, সুজন দাস, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সন্তোষ হোজাই খুনের ফাস্টট্র্যাক তদন্তের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র ডিমা হাসাও জেলার যৌথ সমন্বয় সমিতির

হাফলং (অসম), ৭ মে (হি.স.) : ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান জড়িত রয়েছেন বলে হারাঙ্গাজাও থানায় নিহতের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই এজাহার দাখিল করার পরও ডিমা হাসাও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে জেলার বিভিন্ন দল সংগঠনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। একজন ডিএসপি-র বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পরও বহাল তবিয়তে রয়েছেন ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান। তাই এবার সন্তোষ হোজাইকে খুনের ফাস্টট্র্যাক তদন্তের দাবি জানিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর প্রধান সংগঠনগুলিকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় সমিতি। ইতিমধ্যে গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিজিপি দিলীপ কুমার দে-র নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করে দিয়েছেন। এই এসআইটি সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও খুনের তদন্ত করবে। এমতাবস্থায় ডিআইজি দিলীপ কুমার দে-র নেতৃত্বে গঠিত এসআইটি যাতে সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ফাস্টট্র্যাকে শেষ করে এই দাবি জানানো হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে।

উল্লেখ্য গত ২৪ এপ্রিল লকডাউনের মধ্যে হারাঙ্গাজাও থেকে সন্তোষ হোজাইকে বন্দুকের নলের মুখে একটি নম্বর বিহীন সাদা বলেরো গাড়িতে করে পাঁচ জনের দুষ্কৃতকারীর দল অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এর পর সাতদিনের মাথায় গত ৩০ এপ্রিল মুপা রিজার্ভ ফরেস্টের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে লাইলিঙের জঙ্গলে মাটির নীচে পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় সন্তোষ হোজাইর মৃতদেহ।

এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই খুনের ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। পুলিশ সুপার বলেন, গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের পুলিশপ্রধান ডিআইজি-র নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করে দিয়েছেন। গৌহাটি হাইকোর্টের নজরদারিতে সমগ্র ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। তাই এ নিয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না, জানান সাংবাদিকদের।

ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া সংক্রমন শূন্য মধ্যমগ্রামের ১০ ও ২৮ ওয়ার্ড থেকে

বারাসত, ৭ মে (হি.স.): গত একমাসে নতুন করে কেউ করোনায় সংক্রমিত না হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রামে ঝুঁকিপূর্ণ (কনটেইনমেন্ট) এলাকার সংখ্যা কমেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পৌরসভার ১০ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে যেহেতু নতুন করে কোনও সংক্রমণ নেই ,তাই ওই দুটি ওয়ার্ডকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সবুজ এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। গতকালই একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই দুটি ওয়ার্ডে পুলিশের দেওয়া গার্ডওয়াল ও বাঁশের ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মধ্যমগ্রামে শুধু ৫নম্বর ওয়ার্ডই রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকায়। সেই ওয়ার্ডেও শীঘ্রই করোনা মুক্ত হবে বলে আশা পৌর কর্তৃপক্ষের।

জানা গেছে, মধ্যমগ্রামে প্রথম কোরোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছিল ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। ওই ওয়ার্ডের মাইকেল নগরে পেশায় এক নার্সের শরীরে মেলে কোরোনা ভাইরাস। আদতে কেরলের বাসিন্দা আক্রান্ত ওই নার্স পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন সেখানে। এরপর, ওই ওয়ার্ড থেকেই আরও এক আদিবাসী মহিলা আক্রান্ত হন কোরোনায়। সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাভাবিকভাবে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড ঘিরে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের তরফে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের কোরোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর মেলে। কাউন্সিলরের বাড়ি মধ্যমগ্রামের পূর্ব বঙ্কিম পল্লীতে। এই ঘটনায় রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়ে পৌর কর্তৃপক্ষের কপালে। প্রত্যাশিত মতো সংক্রমণ রুখতে এই ওয়ার্ডকেও করে দেওয়া হয় গার্ডওয়াল ও বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সবশেষে,কোরোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায় পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গৌরিপার্ক এলাকা থেকে। কাউন্সিলরের সংস্পর্শে আসায় তাঁর গাড়ি চালককে বারাসতের এক কোয়ারানটিন সেন্টারে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যেই ওই গাড়ি চালকের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তিনটি ওয়ার্ডই ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বেরোনো কিংবা বহিরাগতদের ভিতরে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের যাবতীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন পুলিশ কর্মীরা। এমনকী, ভিড় সামাল দিতে মধ্যমগ্রাম-সোদপুর রোডের মাছ ও সবজির বাজারকে দু'টি ভিন্ন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি চলেছে স্যানিটাইজড ও

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে স্পেশাল ট্রেন ফিরল মুর্শিদাবাদে

বহরমপু, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : কেরলের এরনাকুলাম থেকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ফিরল ১১২৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক। বুধবার রাতে ট্রেনটি নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় ছয় ঘন্টা দেরি করে অবশেষে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ফেরে।

বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার সবরি রাজকুমার জানিয়েছেন, 'একটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে পরিযায়ী শ্রমিকরা আমাদের জেলায় ফিরেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামের এবং নদীয়া সহ বিভিন্ন এলাকার। তাদের বাড়ি ফেরার জন্য সরকারি তরফে ৬৫টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করুন, সোনিয়া কে বলল রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠন

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ ট্রেনে করে বাড়ি ফেরা নিয়ে অযথা রাজনীতি বন্ধ করতে সোনিয়া গান্ধীকে বলল অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন (এআইআরএফ)।

অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মিন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শিব গোপাল মিশ্র জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর উদ্যোগ রেলের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই ক্ষণিকের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে অযথা এই প্রক্রিয়াকে নষ্ট করা উচিত নয় সোনিয়া গান্ধীর। এই প্রসঙ্গে শিব গোপাল মিশ্র কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে চিঠিও দিয়েছেন। করোনার জেরে মানবজাতি সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র-রাজ্য যে সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।তা এই মহামারীকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করবে এবং দিক নির্দেশ দেখাবে। চিঠিতে সোনিয়া গান্ধীকে জানানো হয়েছে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রচুর মাল গাড়ি চালানো হয়েছে। প্রায় ১২ লক্ষ রেল কর্মী নিজের জীবনকে বিপন্ন করে এই কাজ করে চাল, ডাল, সবজি, দুগ্ধজাত সামগ্রী, কয়লা সরবরাহ করে গিয়েছে। নির্ভীকতা সঙ্গে রেলকর্মীরা কাজ করে চলেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের একটি রাসায়নিক কারখানা থেকে গ্যাস লিক হয়ে একজন শিশুসহ মোট ১১ জনের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কারখানায় সতর্কতার আর্জি জানালেন পরিবেশ-আন্দোলনকারীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে উল্লেখিত দুর্ঘটনায় প্রায় ১০০০ জন স্থানীয় মানুষ অসুস্থ হয়ে কিং জর্জ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এই মন্তব্য করে পরিবেশ আকাদেমি এবং অন্যান্য পরিবেশ বিষয়ক সংস্থার পক্ষে বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দফতরের এবং শ্রম দফতরর সচিবকে লেখা চিঠিতে জানান, "বর্তমানে করোনা জনিত কারণে আমাদের রাজ্যের প্রসাশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মী ও আধিকারিক অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। সাধারণ মানুষও দিন কাটাচ্ছেন এক অভূতপূর্ব আতঙ্কের মধ্যে। এই সংকটময় অবস্থায় যদি এর সাথে একটি অন্য সংকট এসে উপস্থিত হয়, তাহলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়বে, সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নলিখিত আবেদনটি আপনাদের সমীপে রাখতে চাই।

"রাজ্যের দুর্গাপুর, হলদিয়া সহ হাওড়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত রাসায়নিক কারখানাগুলির অবিলম্বে যথাযথ সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত। এই মুহূর্তে এই উদ্যোগ আরও বেশি করে প্রয়োজন কেননা লকডাউনের কারণে এই ধরণের বেশিরভাগ কারখানাই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে আছে।"

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্বকবিকে টুইটে শ্রদ্ধা জগদীপ ধনকরের, পাঠ করলেন অনূদিত কবিতা

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : বিশ্বকবির জন্মদিনের প্রাক্কালে তাঁকে টুইটে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

ধনকর লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে ওঁকে স্মরণ করার সময় আমার বিশেষভাবে ওঁর জ্ঞানগর্ভ বাণীগুলি মনে পড়ছে।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'।

এর পর ইংরেজিতে অনূদিত এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের বড় ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করে ভিডিওতে তা টুইট করেছেন ধনকর।

সন্ধ্যা নামতেই তুমুল ঝড়-বৃষ্টি কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.): পূর্বাভাস মত সন্ধ্যাতেই শুরু ঝড়-বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নামতেই তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। বেশ কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয় এদিন। আগামীকাল, শুক্রবার ও শনিবারও ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। রয়েছে কালবৈশাখীর সর্তকতাও।

বাংলাদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন বিহারে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। এই দুই ঘূর্ণাবর্তের টানে প্রচুর জলীয়বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর থেকে। এর প্রভাবেই বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল।সেই সঙ্গে আজ সকাল থেকেই আর্দতাজনিত অস্বস্তি ছিল। অবশেষে বৃষ্টি এসে তীব্র গরম থেকে রেহাই দিয়েছে সাধারণ মানুষকে। এদিন সন্ধ্যা নামতেই তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। বেশ কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয় এদিন।

এদিন শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, সন্ধের ঝড়-বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাও। বিকেলের ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টিতে বালুরঘাট- সহ দক্ষিণ দিনাজপুরের বেশ কিছু এলাকায় ভেঙে পড়ে বহু গাছ। বহু বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে ছিল না বালুঘাট-সহ জেলাজুড়েই। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে রবি ও সোমবার। সেইসঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

করোনাকে হারিয়ে সুস্থ পাওলো দিবালা

স্পেন, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : দীর্ঘ লড়াইয়ের পর করোনাকে হারিয়ে সুস্থ আছেন পাওলো দিবালা। তিনি টুইট করে তাঁর সুস্থতার খবর জানিয়েছেন। প্রায় দেড় মাস তিনি করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন।

তিনি টুইটে লেখেন, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেকেই অনেক কিছু বলছেন...কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করছি আমি সুস্থ। সবাইকে আবার ধন্যবাদ তাদের সমর্থনের জন্য। আমি তাদের জন্য প্রার্থণা করব যারা এখনও আক্রান্ত। সাবধানে থাকুন।"''' ২৬ বছরের এই জুভেন্টাস ফুটবলারের সঙ্গে আরও দু''জন জুভেন্টাস ফুটবলার আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে রয়েছেন ড্যানিয়েল রুগানি এবং ব্লেইস মাতৌদি।গানিরই প্রথম করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা যায় ১১ মার্চ। এর পর আরও এক বিশ্বকাপজয়ী মাতৌদিরও ধরা পড়ে। দু''জনেই এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর পরই ধরা পড়ে দিবালা ও তাঁর বান্ধবীর। এখন দুজনেই সুস্থ আছেন।

করোনা আক্রান্ত জোড়া সাঁকো থানার পুলিশ আধিকারিক

কলকাতা, ৭ মে (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্কে ভীতসন্ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আতঙ্ক। ফের করোনা আক্রান্ত আরও এক পুলিশ আধিকারিক। এবার করোনায় আক্রান্ত জোড়াসাঁকো থানার এক পুলিশ আধিকারিক। সময় যতই এগোচ্ছে ততই দাপট বাড়াচ্ছে করোনার। আর এই আতঙ্কের মাঝেই গার্ডেনরিচ ,প্রগতি ময়দান বউবাজার থানার পর এবার জোড়া সাঁকো থানাতেও করোনা হানা।করোনা আক্রান্ত জোড়া সাঁকো থানার ওই এক পুলিশ আধিকারিককে ভর্তি করা হয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল ডিসানে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি জোড়া সাঁকো থানার পুলিশ আধিকারিক। ওই পুলিশ আধিকারিকের নমুনা পরীক্ষা করা হলে নমুনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

বাজার বারাসতে

তিনের পাতার পর

মোড়ের এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চাল, ডাল, আলু, সোয়াবিন ও সাবানের প্যাকেট দুঃস্থদের মধ্যে বিলি করে আসছিলেন। শহরের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের থেকে সাহায্য নিয়ে চলছিল সমাজসেবা। এবার কৃষক ও হকার্স-দের বাঁচাতে শুরু হল বিনা পয়সার সবজি বাজারও।

গুমড়া বাজার কমিটির

তিনের পাতার পর

জৈন, কাটিগড়ার সার্কল অফিসার মদিরা বেগম, গুমড়া পুলিশের ইনচার্জ রামদুলাল গোয়ালা, সমাজসেবী ভোলাচাঁদ রায় সহ সভার সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষক শচীন্দ্র বৈষ্ণব। কাটিগড়ার সার্কল অফিসার মদিরা বেগম বলেন, করোনা মোকাবিলায় গুমড়া অঞ্চলের সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। তবে এই মহামারি থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ জনগণকে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বিশেষ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং সরকারি নিয়ম কানুনগুলো যথাযথ পালন করার অনুরোধ জানান সার্কল অফিসার মদিরা বেগম।

বিধায়ক অমরচাঁন্দ জৈন করোনা মোকাবিলায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে গুমড়া বাজার কমিটি যে সংবর্ধনার আয়োজন করেছে এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সকলকে সর্তকতা অবলম্বন করে চলাফেরা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সভায় করোনা ভাইরাস রোধে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন ডা. সুমন ভৌমিক। তিনি সরকারি গাইড লাইন মেনে চলাৰ পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিককে মাস্ক ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বাজার কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে কালাচাঁদ বৈষ্ণব ও সাজাহান বড়ভুঁইয়া, গুমড়া বাজার কমিটির সম্পাদক জামাদুর রহমান তালুকদার সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অনিলচন্দ্র দাস, ভোলাচাঁদ রায় এবং পূর্ণিমা পালের উদ্যোগে সকলের হাতে বিনামূল্যে মাস্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এলাকার প্রায় পাঁচশো লোকের হাতে মাস্ক তুলে দেন তাঁরা।

কুমারগঞ্জে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

কুমারগঞ্জ, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম অনিমা বর্মন (১৯)। বৃহস্পতিবার ঘর থেকে ওই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

জানা গিয়েছে, কুমারগঞ্জ থানার ৩ নম্বর জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এনায়েতুল্লাপুর (সরদার হাট) গ্রামের বাসিন্দা অনিমা এ বছর উচ্চমাধ্যমিকের চারটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু, করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতির জেরে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। কুমারগঞ্জ থানার ওসি টাসি থিরিং শেরপা জানান, এনায়েতুল্লাপুর গ্রাম থেকে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই বিষয়ে পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করোনাকে হারিয়ে পরিষেবা চালু হাওড়া হাসপাতালে

হাওড়া, ৭ মে (হি. স.) : করোনাকে হারিয়ে অবশেষে চালু হল হাওড়া জেলা হাসপাতাল। করোনা ভাইরাসের কোপে টানা ২ সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর হাসপাতালের পরিষেবা চালু হল। তবে বন্ধ রয়েছে আউটডোর। সেইসঙ্গে সুখবর, করোনাকে হারিয়ে কাজে যোগ দিলেন সুপার নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। জেলার প্রথম করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর ঘটনার পর থেকেই এই হাসপাতালের একদল নার্সকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়।

এমনকী হাসপাতালের সুপার এবং আরও এক চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হন। এরপরেই হাসপাতাল জীবাণুমুক্ত করার জন্য সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগের পাশাপাশি পুরো হাসপাতাল চত্বর জীবাণুমুক্ত করার পরেই ধাপে ধাপে খুলে দেওয়া হল হাসপাতাল। এই হাসপাতালে প্রথমে চালু করা হয় ফিভার ক্লিনিক, কয়েকদিন আগেই চালু করা হয়েছিল জরুরি বিভাগ ও প্রসূতি বিভাগ। বুধবার থেকে খুলে গিয়েছে মেডিসিন, শিশু ও সার্জারী বিভাগ। এদিন হাসপাতালের সুপার জানিয়েছেন, এখনই হাওড়া জেলা হাসপাতালে করোনার কোনও রোগীর চিকিৎসা করা হবে না।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর ব্যাপারে রাজ্যের ভূমিকা জানতে চেয়ে, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বাম কংগ্রেসের

কলকাতা, ৭মে(হি. স.): রাজ্য সরকার কি চায় সেই বিষয়টি অবিলম্বে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করুক। বৃহস্পতিবার এই দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে চিঠি দিলেন বাম ও কংগ্রেসের দুই পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী ও আবদুল মান্নান। একইসঙ্গে ওই চিঠিতে বাম- কংগ্রেস রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্য সরকার কি ভাবনা চিন্তা করেছে তা অবিলম্বে প্রকাশ করার দাবি জানান।

এর আগেও বাম কংগ্রেস পরিযায়ী শ্রমিকদের ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এদিন ফের একবার এক চিঠি দিয়ে বাম কংগ্রেস জানতে চান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ও ভিন রাজ্যে আটকে পড়া বাংলার শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্য সরকার কি ভাবনা চিন্তা করেছে তা অবিলম্বে প্রকাশ্যে আনুক। চিঠিতে তারা জানতে চেয়েছেন, যেমন ভিন রাজ্যে আটকে আছে বহু শ্রমিক, ছাত্র, পর্যটক ও অসুস্থ মানুষরা। তেমন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছেন বহু মানুষ। তারা কি খাবেন, কোথায় থাকবেন, কবে কিভাবে ফিরবেন, তা নিয়ে সরকারের ভূমিকা কি?

ওই চিঠিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পাঁচটি বিষয় তুলে ধরে বাম কংগ্রেস লিখেছে, ১) রাজ্যের মধ্যেই যারা আটকে রয়েছেন তারা কবে কীভাবে বাড়ি ফিরবেন তার কোন নির্দেশিকা নেই রাজ্য সরকারের। ২) রাজ্যের বাইরে আটকে থাকা মানুষদের জন্য রাজ্য ভিত্তিক নোডাল অফিসার এবং হেল্প লাইন নম্বর আজও চালু হয়নি। ৩)বাইরে থাকা মানুষদের তালিকা, যোগাযোগ এবং ফিরবার জন্য কোন গাইডলাইন বারবার বলা সত্ত্বেও আজও তৈরি হয়নি। ৪) সার্বিক প্রচেষ্টায় আপাতত মাত্র দুটি ট্রেন রাজ্যে এসেছে। বাকি ট্রেনের বন্দোবস্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগ কোথায়? ৫) মানুষগুলো রাজ্যে ফেরত আসা পর্যন্ত ভিন রাজ্যে তাদের থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা কি রাজ্য সরকার নিয়েছে?

বিগত বাজেট অধিবেশনে বাম ও কংগ্রেস ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের নাম লিপিবদ্ধ করা এবং তাদের আলাদা করে সরকার পরিচিতি পত্র দিক বলে দাবি তুলেছিল। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'এই কঠিন সময়ে সার্বিক সহযোগিতার বদলে সরকার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। এই মানুষদের ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে সরকারের কোনো উদ্যোগই নেই।' অন্যদিকে রাজ্য সরকারের যদি বিরোধীদের কোন সাহায্য লাগে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রে সর্বাত্মক সাহায্য করতে রাজি বলেও জানান সুজন বাবু।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য রাজ্যপালকে তথ্য সরবরাহ করা : কলকাতা পুরসভার অর্ডার প্রসঙ্গে রাজ্যপাল

কলকাতা, ৭ মে (হি স): করোনা আবহের মাঝেও কেন্দ্র-রাজ্য তরজা তুঙ্গে। ফের কলকাতা পুরসভার অর্ডার নিয়ে সরব রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার অর্ডার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চেয়ে ফের টুইট রাজ্যপালের। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীর টুইটার একাউন্ট উল্লেখ করে রাজ্যপাল লিখেছেন, "মুখ্যসচিবের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কলকাতা পৌরসভার ০৬ মে ২০২০ তে জারি করা অর্ডার সম্পর্কে জানতে চেয়েছি।

হতাহতের খবর নেই

কোনও খবর নেই।

দিল্লির দমকল অফিসার সত্যেন্দ্র পাল জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ দরিয়াগঞ্জের কাছে একটি গার্মেন্ট গোডাউনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জগনমোহন রেড্ডি

আটের পাতার পর

গভীর সমবেদনা। প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করি। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য দলীয় কর্মীদের কাছে অনুরোধ করছি।

ডেপুটেশন প্রদান

আটের পাতার পর

মামলা চলছে সর্বোচ্চ আদালতে। বিমল সাহা জানান, গত ৪ মে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে এপ্রিল মাসের বেতন ভাতা দাবি করা হয়েছে টার্মিনেশন লেটার না দেওয়ার ভিত্তিতে। এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হলেও অধিকর্তা এ ব্যাপারে কোন সদুত্তর দেননি বলে তার অভিযোগ।

ওয়ার্ড থেকে

পাচের পাতার পর

বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজও। যার ফল মেলে হাতেনাতে। গত এক মাসে ১০ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন কেউ সংক্রমিত না হওয়ায় ওই দুটি ওয়ার্ডকে ঝুঁকিপূর্ণ কমা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। যা নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর মধ্যমগ্রাম পৌরসভার কাছে।

সহস্রাধিক

● প্রথম পাতার পর

জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেককেই চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিশাখাপত্তনম জেলা মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্য অফিসার তিরুমালা রাও জানিয়েছেন, গ্যাস লিকেজে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ৩০০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গ্যাস লিকেজের ঘটনায় দুঃখিত রাষ্ট্রপতি। রামনাথ কোবিন্দ বিশাখাপত্তনমের কাছে প্ল্যান্টে গ্যাস লিকেজের খবর পেয়ে দুঃখিত। অনেকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করছি, আহতদের আরোগ্য কামনা করছি। প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্যাস লিকেজের খবর পাওয়া মাত্রই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং জাতীয় বিপর্যয় ব্যাবস্থাপনা অথরিটির আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিশাখাপত্তনমের ঘটনা বিরক্তিকর। এনডিএমএ আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিশাখাপত্তনমের মানুষের মঙ্গল কামনা করছি।গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি।মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রাণহানি রুখতে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

খবর পাওয়ার পরই বিশাখাপত্তনমে উদ্দেশে রওনা হন রেড্ডি। সেখানে গিয়ে কিং জর্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রণ দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়াও বিশাখাপত্তনম রেড ক্রস ইউনিটকে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। জে পি নাড্ডা ব্যথিত। বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিকেজের ঘটনায় ব্যথিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডা টুইট করে লিখেছেন, ভাইজাগ গ্যাস লিকেজের বিষয়ে জানতে পেরে ব্যথিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করি। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য দলীয় কর্মীদের কাছে অনুরোধ করছি। গ্যাস লিকেজের ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেন্দ্রকে নোটিশ। গ্যাস লিকেজের ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

২৪ জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন।

আজ গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে বলেন, আমবাসায় ৮৬ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের ২৪ জন জওয়ানের কোভিড -১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তবে, কোন সাধারণ নাগরিকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট এখনও পজেটিভ আসেনি।

চিকিৎসাধীন

● প্রথম পাতার পর

সরকার ওই হাসপাতালটিকেও কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় উৎসর্গ করেছে। ফলে, ত্রিপুরায় এখন দুটি হাসপাতাল শুধুমাত্র কোভিড-১৯ চিকিৎসায় উৎসর্গ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিএসএফ-এর কয়েকজন আক্রান্ত জওয়ানকে ওই হাসপাতালে স্থানান্তর করা হতে পারে।

কমিশনার

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে বেরিয়েছেন। গত বছরের তুলনায় এই বছর শহরের জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। আগের মতো এখন আর সামান্য বৃষ্টিতে শহরে জল জমবে না। যদিও জল জমে তবে তা দ্রুত নিষ্কাশন করা যাবে বলে জানান তিনি।

এসিএস

● প্রথম পাতার পর

মাংস খেতে বারণ করার প্রশ্নই উঠে না। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, শূকর-র মাংস খেতে বারণ করা গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের উচিত হয়নি। তাঁর কথায়, অসমে ওই রোগের প্রাদুর্ভাব নজরে আসতেই ত্রিপুরায় শূকর বহিঃরাজ্যে আমদানি ও রফতানি-তে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই, অযথা শূকর নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

ট্রেনিং

● প্রথম পাতার পর

অভিজ্ঞতা নিতেই বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে যায় দলটি। এই দলের মধ্যে ৭ জন চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা রয়েছে। তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়েঠে।

জয়ন্তী

● প্রথম পাতার পর

সমগ্র বিশ্ববাসীর মঙ্গল হোক। করোনা মহামারির হাত থেকে গোটা বিশ্বের মুক্তি ঘটুকউ ফিরে আসুক শান্তি।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

থানা এসে মৃতদেহ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। আত্মহত্যার কারন স্পষ্ট নয়।

অসমে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চাঙ্গা করার উপায় সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ মে (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা এবং লকডাউনের জেরে রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে কী করে চাঙ্গা করা যায় সে সম্পর্কে বৃহস্পতিবার তাঁর সরকারি আবাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

অর্থনৈতিক পরামর্শ কমিটির সঙ্গে বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অবসরপ্রাপ্ত আমলা সুভাষ দাসের চেয়ারম্যানশিপে গঠিত আট সদস্যের রাজ্য স্তরীয় কমিটি উন্নয়ন সম্পর্কে সব দিক পর্যালোচনা করছে। কমিটির প্রতিবেদন হাতে আসলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কমিটির পরামর্শকে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দেবে। এমজিএরেগা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে, তার ব্যাপারে অবগত সরকার। কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের প্রস্তুত থাকতে সতর্ক করে দিয়েছেন সর্বানন্দ। কোথাও যাতে দুর্নীতি সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য পঞ্চায়েত সভাপতি এবং সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন করোনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। তাই এমজিএনরেগা এবং অন্যান্য কাজকর্মে নিয়োজিত সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক।

এআইডিএসও'র দাবি দিবস পালিত

আগরতলা, ৭ মে।। আট দফা দাবির ভিত্তিতে এআইডিএসও রাজ্যব্যাপী দাবি দিবস পালনের কর্মসূচী নেয়। এরই অঙ্গ হিসাবে এদিন সকাল আটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে প্রচার করা হয়। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই সরবরাহ করা। পাশ-ফেল প্রথা চালু করা। নবম ও একাদশ শ্রেণীর ফলাফল দ্রুত ঘোষণা করা ইত্যাদি।

ফিরছে লা লিগা: মাস্ক, পুলিশ, পরীক্ষা ও নতুন আইন

শঙ্কা এখনও কাটেনি। তারপরও স্থগিত থাকা ফুটবল মৌসুম পুনরায় শুরুর মিশনে নেমেছে ইউরোপের চার পরাশক্তি। কয়েক ধাপ প্রস্তুতির পরিকল্পনায় নিজেদের শীর্ষ লিগ ফেরানোর লক্ষ্যে যেমন বুধবার প্রথম পর্ব শুরু করল লা লিগা কর্তৃপক্ষ।

দেড় মাসের বেশি সময়ের ঘরবন্দি জীবন শেষে ফুটবলের সবুজ আঙিনায় পা রাখলেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেস, করিম বেনজেমা, মার্সেলোরা। তবে করোনাভাইরাস আঘাত হানার আগের ও এখনকার ফুটবল দুনিয়ার চিত্র পুরো ভিন্ন। অদৃশ্য শত্রু থেকে বাঁচতে মুখে মাস্ক, সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষা-

এমন সব নতুন রূপে ফেরা স্পেনের তিনটি দলের প্রথম দিনের কার্যক্রম মার্কা তাদের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে।

বার্সেলোনা

বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের ক্লাবের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আসতে বলা হয়েছিল স্থানীয় সময় সকাল ৯টায়। এদিনের একমাত্র কাজ ছিল করোনাভাইরাস পরীক্ষা করানো।

সবার আগে আসেন সের্হি রবের্তো, আর সবার আগে মাঠ ছাড়েন ইভান রাকিতিচ।

মেসি ও সুয়ারেসসহ আর্তুরো ভিদাল, অঁতোয়ান গ্রিজমান, ক্লেঁমো লংলে, রাকিতিচদের মুখে ছিল মাস্ক। এসেছিলেন ফটোগ্রাফাররাও। খেলোয়াড়দের থেকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে তাদের কাজ করার বিষয়টা দেখভাল করেন পুলিশ।

ক্লাবের পক্ষ থেকে ভক্ত-সমর্থকদের আসতে আগেই নিষেধ করা হয়েছিল। তবুও এসেছিলেন একজন, পুলিশ তাকে চলে যেতে বলেন।

ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকে এসেছিলেন শেষ দিকে, তার মুখে প্রোটেকটিভ মাস্কও ছিল না। কোচ কিকে সেতিয়েন অবশ্য এদিক থেকে ভীষণ সতর্ক; মাস্কের পাশাপাশি সার্জিক্যাল গ্লাভসও পরে ছিলেন তিনি।

ভালেন্সিয়া

ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবগুলোর মধ্যে যেগুলোর বেশি সংখ্যক খেলোয়াড়ের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ভালেন্সিয়া।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচের পর গত ১৪ মার্চ আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার এসেকিয়েল গারায়সহ তাদের পাঁচ খেলোয়াড় ও স্টাফের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার কথা জানায় ভালেন্সিয়া। দুদিন পর আরেক বিবৃতিতে ক্লাবের ৩৫ শতাংশ খেলোয়াড় ও স্টাফের শরীরে সংক্রমণের খবর দেয় লা লিগার দলটি।

এমন পরিস্থিতিতে সতর্কতা হিসেবে ট্রেনিং কমপ্লেক্সে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ, যেন একজনের সঙ্গে আরেক জনের কোনোরকম শারীরিক যোগাযোগ না হয়। এই সপ্তাহের শেষে একক পর্যায়ে অনুশীলনে ফেরার লক্ষ্যে বুধবার বিকেলে পুরো স্কোয়াডের পরীক্ষা করানো হবে।

দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও লা লিগা কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া সব নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে সবাইকে। যেমন, নিজেদের গাড়িতে আসতে হবে, পার্কিংয়ে একে অপরের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অবশ্যই সবাইকে মাস্ক ও গ্লাভস পরে আসতে হবে।

কোচ ও খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ক্লাবের সব স্টাফেরও পরীক্ষা করানো হবে।

রিয়াল মাদ্রিদ

স্থানীয় সময় সকাল ৯টার কিছুক্ষণ পরই ক্লাবের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আসেন করিম বেনজেমা। আসার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য চলে যান তিনি।

এরপর একে একে পরীক্ষা করানো হয় নাচো ফের্নান্দেস, রদ্রিগো, হামেস রদ্রিগেস, গ্যারেথ বেল, মার্সেলো ও দানি কারভাহালের।

লিগ মাঠে ফেরার আগে সরকারের পক্ষ থেকে চার ধাপের প্রস্তুতিপর্ব বেঁধে দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শুরু হলো এর প্রথম পর্ব। প্রতিটি নিয়ম ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি-না, এর দেখভাল করবে লা লিগা কর্তৃপক্ষ।

করোনাভাইরাসে কতটা বদলাবে ফুটবলের দলবদলের বাজার?

২০১৭ সালের অগাস্টে ফুটবল দুনিয়াকে নাড়িয়ে দেওয়া সেই ঘটনায় ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে নেইমারকে দলে টেনেছিল পিএসজি। ঠিক এক বছর আগে ইউভেন্তুস থেকে সাড়ে ১০ কোটি ইউরোয় পল পগবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেওয়া ছিল ট্রান্সফার ফির আগের বিশ্বরেকর্ড।

এক লাফে আগের রেকর্ডের দ্বিগুণের বেশি অর্থে কোনো খেলোয়াড়কে দলে টানার ঘটনাটা শুধু বিস্ময়করই ছিল না, অনেকের কাছে তা ছিল 'পাগলামি'। বায়ার্ন মিউনিখের সভাপতি উলি হুয়েনেস যেমন সরাসরি তখন বলেছিলেন, নেইমার অত ভালো খেলোয়াড় নয়। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, কোনো খেলোয়াড়ের দাম এত বেশি হওয়া উচিত নয়। কোনোভাবে তা যৌক্তিকও নয়।

তবে দলবদলের বাজারের উর্ধগতি থেমে থাকেনি। নেইমার পিএসজিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরেই তরুণ ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপেকে মোনাকো থেকে ধারে দলে টানে পিএসজি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, পরের মৌসুমে ফরাসি ফরোয়ার্ডকে স্থায়ীভাবে কিনে নেওয়ার সুযোগ ছিল প্যারিসের দলটির। তবে ট্রান্সফার ফি হতে হবে প্রায় ১৮ কোটি ইউরো। ওই সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

উয়েফার ফিন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লের নিয়মের বাধ্যবাধকতার কারণেই যে এমবাপেকে প্রথমে ধারে এনে পরের মৌসুমে কিনেছিল পিএসজি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নেইমারকে দিয়ে আকাশছোঁয়া ট্রান্সফার ফির সেই যে শুরু, আর থেমে থাকেনি। পরের ১২ মাসে আরও চারটি ১০ কোটি ইউরোর বেশি ট্রান্সফার ফি দেখে ফুটবল বিশ্ব।

আজ থেকে ৪১ বছর আগে, ১৯৭৯ সালে-প্রথম ব্রিটিশ ফুটবলার হিসেবে ট্রেভর ফ্রান্সিসের ট্রান্সফার ফি ১০ লাখ পাউন্ড ছুঁয়েছিল। বাজার দ্রুত ঘুরতে থাকে এরপর; ১০ বছরের মাথায় একজন খেলোয়াড়ের জন্য এক কোটি পাউন্ড খরচ করতে দেখা যায় কোনো ক্লাবকে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আসে রিয়াল মাদ্রিদের সেই 'গ্যালাকটিকো' যুগ। তারকা সব ফুটবলারকে একই ড্রেসিং রুমে আনতে যেন অর্থের বস্তা নিয়ে নেমেছিল দলটি; ফুটবল দুনিয়াকে যা হতবাক করে দেয়। আর গত কয়েক বছরে যা হচ্ছে? রীতিমত পাগলামি।

এই পর্বের শুরুটা হয়েছিল ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে দিয়ে। ২০০৯ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ৯ কোটি ৪০ লাখ ইউরোয় পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে কিনেছিল রিয়াল। চার বছর পর ওয়েলসের ফরোয়ার্ড গ্যারেথ বেলকে ১০ কোটি ইউরোয় দলে টানে মাদ্রিদের ক্লাবটি। এরপর পগবাকে কিনতে নতুন রেকর্ড গড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তারপরও নেইমার-পিএসজির অবিশ্বাস্য কাণ্ডের তুলনায় আগেরগুলো অনেকটা সহনীয়ই ছিল।

বার্তোমেউকে ভুল প্রমাণ করে পিএসজি যেন দেখিয়ে দেয়, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তাই পরের কয়েক বছরে দলটি তাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে বাই আউট ক্লজ বাড়িয়ে দিতে থাকে। তিন মাস পরেই যেমন মেসির বাই আউট ক্লজ করা হয় ৭০ কোটি ইউরো! ২১ বছর বয়সী ব্রাজিলের মাথেউস ফের্নান্দেসের বাই আউট ক্লজ ৩০ কোটি ইউরো। ফরাসি ডিফেন্ডার ক্লেমোঁ লংলেরও তাই। অন্য কয়েকটি ক্লাবকেও দেখা গেছে এই পথে হাঁটতে। কারণ? কেউ যেন তাদের খেলোয়াড়কে ছিনিয়ে নিতে না পারে।

কিন্তু, এর শেষ কোথায়?

বছর দেড়েক আগে, সার্বিয়ার টিভি চ্যানেল আরটিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমবাপে বলেছিলেন, ফুটবলে অর্থের ঝনঝনানি তার কাছে 'অশোভন' লাগে।

"এটা সত্য যে বিষয়টা অশোভন, কিন্তু বাজারটাই এরকম। বিশ্ব ফুটবল এভাবেই কাজ করেআমি একটা সিস্টেমের মধ্যে আছি।"

২০১৮ সালের লভেম্বরে ফুটবল লিকসের তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, পিএসজিতে পাঁচ বছরের চুক্তিতে যোগ দেওয়ার জন্য এমবাপে নাকি করের বাইরে সাড়ে ৫ কোটি ইউরোর কাছাকাছি পারিশ্রমিকসহ বিভিন্ন পারফরম্যান্স বোনাস চেয়েছিলেন। সেটাও হয়তো ওই সিস্টেমের কারণেই!

তবে করোনাভাইরাসের প্রকোপে এই সিস্টেম বাধার মুখে পড়েছে। স্থবির হয়ে গেছে বিশ্ব। থমকে আছে ফুটবলসহ বিশ্বের সব খেলাধুলা। মাঠে ফুটবল না থাকায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে ক্লাবগুলো।

ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও আর্জেন্টিনা যেমন তাদের ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম বাতিল করে দিয়েছে। ইউরোপের চার পরাশক্তি স্পেন, জার্মানি, ইতালি ও ইংল্যান্ড অবশ্য তাদের ঘরোয়া লিগ মাঠে ফেরানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এরই মধ্যে তারা বিভিন্ন ধাপে ক্লাবগুলোকে অনুশীলনের অনুমতিও দিয়েছে। তাতে অতি সংক্রামক করোনাভাইরাসের আরও ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা বাড়ছে।

ধারালো হচ্ছে সমালোচনার তীরও। ফলে শেষ পর্যন্ত যদি লিগগুলো মাঠে ফেরানো সম্ভব না হয়, তাহলে কি হবে?

নিশ্চিতভাবে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে ক্লাবগুলো। টিভি স্বত্ব থেকে যে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব আসে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। উল্টো চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, দলগুলোকে নাকি বড় অঙ্কের অর্থ চ্যানেলগুলোকে দিতে হবে।

ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গাব্রিয়েলে গ্রাভিনা সম্ভাব্য ক্ষতির একটা চিত্র তুলে ধরেছেন।

"মৌসুম বাতিল হলে আমরা ৭০ থেকে ৮০ কোটি ইউরো হারাব। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হলে ক্ষতি হবে ৩০ কোটি ইউরো।"

ইতোমধ্যে এর প্রভাব পড়তেও শুরু করেছে। বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদ, ইউভেন্তুস, বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনালসহ ইউরোপের বড় বড় কয়েকটি ক্লাব তাদের খেলোয়াড় ও স্টাফদের বেতন কাটার পথে হেঁটেছে।

এখানেই শেষ নয়, শুরু মাত্র। মহামারীর কারণে সৃষ্ট মন্দায় ফুটবলে বড় কোপটা পড়তে যাচ্ছে আসছে দলবদলের বাজারে। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য দানিয়েল কোহেন-বেনদিতের মতে, খেলোয়াড়দের দাম অনেক কমে যাবে। যেমন, হালের 'সবচেয়ে মূল্যবান' ফুটবলার এমবাপের ট্রান্সফার ফি নাকি নেমে আসতে পারে সাড়ে তিন থেকে চার কোটি ইউরোয়।

স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি মৌসুমে পিএসজি নেইমারকে দিয়েছে তিন কোটি ৭০ লাখ ইউরো। অর্থাৎ এ পর্যন্ত প্যারিসের ক্লাবটি থেকে তার আয় ১১ কোটি ১০ লাখ ইউরো! শুধু নেইমার নয়, বেতন-বোনাস ও বিভিন্ন ইমেজ স্বত্ব মিলিয়ে অনেক ফুটবলারের বাৎসরিক আয়ের অঙ্কটা অবিশ্বাস্য। গত বছরের জুনে ফোর্বস সাময়িকীর তথ্যমতে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলার ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা মেসি, ১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার। দুইয়ে থাকা ইউভেন্তুস ফরোয়ার্ড রোনালদোর আয় ছিল সাড়ে ১০ কোটি ইউরো। কোহেন-বেনদিতের চোখে, খেলোয়াড়দের এমন আকাশছোঁয়া বেতন-বোনাসও অযৌক্তিক। করোনাভাইরাস পরবর্তী যুগে এর অনেক কিছুই আগের মত থাকবে না।

"এই সঙ্কটে পেশাদার খেলাধুলার অযৌক্তিক বিষয়গুলো মুছে যাবে...দরকার হলে বেতনের সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। বিষয়টি এমন যেন নিউক্লিয়ার হামলা হয়েছে এবং সবকিছু এরপর নতুন করে শুরু করতে হবে। কেবল খেলোয়াড়দের বেতন নয়, ইমেজ স্বত্ব ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।"

একইরকম ভবিষ্যদ্বানী করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, ইউভেন্তুস, এসি মিলানের সাবেক কোচ ফাবিও কাপেলো। তার মতে, ফুটবলে অর্থের দৌরাত্ম্য আর থাকবে না।

"দলবদলের বাজারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এতদিন অদ্ভুত সব সংখ্যা দেখা গেছে, সেসব এখন যৌক্তিক পর্যায়ে নেমে আসবে।"

এমন সম্ভাব্য আমূল পরিবর্তন কি শুধুই এই মহামারীর কারণে হতে যাচ্ছে? নাকি পেছনে আছে অন্য গল্প।

এই যেমন লা লিগার অন্যতম সফল ক্লাব বার্সেলোনা স্পেনের অন্যতম ধনী ক্লাবও। নেইমার চলে যাওয়ার পর অনেক নতুন খেলোয়াড় দলে টেনেছে তারা। এর মাঝে আছে ফিলিপে কৌতিনিয়ো, উসমান দেম্বেলে, অঁতোয়ান গ্রিজমানের মত দামি ফুটবলার। তাদের ট্রান্সফার ফি যথাক্রমে প্রায় ১৫ কোটি ইউরো, প্রাথমিকভাবে সাড়ে ১০ কোটি ইউরো ও ১২ কোটি ইউরো।

Press e- render Notice No.01/EE (FY) /2024-21
Dated: 06 /05/2020

Notice Inviting e-Tender

The Executive Engineer, Department of Fisheries on behalf of the Governor of Tripura, invites e-Tender for Supply, Installation & Commissioning of cages (64 units) for fish culture in Reservoir, through e-Procurement website https://tripuratenders.govin . Bid submission end date on 27/05/2020, 3.00 PM.

(ER. P. K. DAS)
Executive Engineer Department of Fisheries Tripura, Agartala.

ICA/C-201/2020-21

PNIe-T No-04/EE/KCP/2020-2021, Dated, the, 06-052020
The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders upto
15:00 hours on 28-05-2020 for 7(seven) Nos. Maintenance works. For details
visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No.8974460076 for
clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

(Er. Ritan K)
Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA/C-190/2020-21

No. F 6(1)-Agri./EE/W/2018-19 /
Dated, Agartala, the 6th May,2020.
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 01/AGRI/EE(WEST)/2020-21
On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura ,Agartala , West Tripura invites separate percentage Rate e-Tender from the eligible bidders upto 3.00PM on 08/06/2020 for the following works.

Sl. No	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Pre-bid discussion	End date of e-bidding	Time and Date of opening of Tender
1	DNIT NO. e- 48/SE/AGRI/EE(WEST)/2019-20 (2nd Call)	Rs.52,83,699.00	Rs.52,837.00	6(Six) Months	Rs.2,500.00	15/05/2020	08/06/2020 upto 3.00PM	10/06/2020
2	DNIT NO. e- 49/SE/AGRI/EE(WEST)/2019-20 (2nd Call)	Rs.52,83,699.00	Rs.52,837.00	6(Six) Months	Rs.2,500.00	15/05/2020	08/06/2020 upto 3.00PM	10/06/2020
3	DNIT NO. e- 51/SE/AGRI/EE(WEST)/2019-20 (2nd Call)	Rs.52,83,699.00	Rs.52,837.00	6(Six) Months	Rs.2,500.00	15/05/2020	08/06/2020 upto 3.00PM	10/06/2020
4	DNIT NO. e- 62/SE/AGRI/EE(WEST)/2019-20 (2nd Call)	Rs.27,24,959.00	Rs.27,250.00	6(Six) Months	Rs.1,000.00	15/05/2020	08/06/2020 upto 3.00PM	10/06/2020

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal www.tripura.tenders.gov.in and in the 0/0 the Executive Engineer(West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare,Agartala.
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

(E S. K. Markkar. Executive Engineer(West) Department of Agriculture&FW Tripura, Agartala

ICA/C-196/2020-21

সীমান্তের উপারে রাজ্যের চাষীদের চাষাবাদে সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী কৃষকরা লক ডাউন চলাকালে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ত্রিপুরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় কৃষকদের বহু পরিমাণ জমি রয়েছে। কাঁটাতারের এপার থেকে ওপারে গিয়ে কৃষকরা কৃষি কাজ করে বহুদিন ধরেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকায় কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ত্রিপুরা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি কঠোর করতে রাজ্য সরকার নির্দেশ জারি করেছে। যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে বিএসএফকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় কৃষকদের অনেকেই কাঁটাতারের ওপারে গিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে তাদের নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করে জীবনযাপন করে আসছেন। কৃষকদের কৃষি কাজ করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই নিয়ম-কানুন কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় কৃষকরা যাতে কৃষিকাজ করেন এবং তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে আসতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও বলা হয়েছে। কিন্তু বিএসএফের জওয়ানরা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। খোয়াই এর চেরমা সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় কৃষকদের ফসল বাংলাদেশীরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এসব বিষয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণ বিএসএফকে জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

চেরমা সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষক জগদিশ দেব এবং সমীর দেব সহ অন্যান্যরা অভিযোগ করেছেন বুধবার রাতে তাদের ধান সবজি ইত্যাদি ফসল কাঁটাতারের বেড়া ওপার থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে বাংলাদেশিরা। চেরমা সীমান্তের ৫ নং গেট সংলগ্ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। শুধু মাঠের ফসল নয়, পুকুর এবং জলাশয় থেকে মাছ পর্যন্ত বাংলাদেশিরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা। বাংলাদেশী চোরদের হাত থেকে ভারতীয় কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা রাজ্য সরকার এবং বিএসএফের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রেসক্লাবের উদ্যোগে সংবাদপত্র সম্পদকদের মাস্ক বিতরণ

আগরতলা, ৭ মে।। করোনা পরিস্থিতিতে আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে আজ রাজ্যের সব সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সিনিয়র জার্নালিস্টদের মধ্যে এন৯৫ মাস্ক ও স্যানিটাইজার প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকরা।

পশ্চিম জয়নগরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। পশ্চিম জয়নগর মহাবীর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন স্থানীয় জনগণ বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইঞ্জিন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে ততক্ষণে ট্রান্সফরমারটি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ নিগম বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। অগ্নিকান্ডে ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়।

দিল্লিতে গার্মেন্ট গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির দরিয়াগঞ্জের কাছে একটি গার্মেন্ট গোডাউনে। বৃহস্পতিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ গার্মেন্ট গোডাউনে আগুন লাগে। দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টার প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রান্নার গ্যাসের সংকটের আশঙ্কা প্রকাশ করল বাল্ক ট্রান্সপোর্টারস এসো

আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্যে রান্নার গ্যাসের ভয়াবহ সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা বাল্ক ট্রান্সপোর্টারস এসোসিয়েশন। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শিব প্রসাদ দত্ত এদিন এক প্রেস রিলিজে জানিয়েছেন, নির্দিষ্টসময়ে বুলেট গাড়িগুলি চুড়াইবাড়ি গেইট থেকে রওনা হতে পারছে না। আগামী দুইতিন দিনের মধ্যে গেইট দিয়ে আসাম রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসলে রাজ্যে রান্নার গ্যাসের প্রবল সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া লকডাউনের পূর্বের আগে ছুটির দিনও প্ল্যান্ট ছিল। লকডাউনের পূর্বে ছুটির দিন প্ল্যান্ট বন্ধ থাকার ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই রাজ্যে অসম থেকে প্রবেশের জন্য চুড়াইবাড়ি গেইট একমাত্র প্রবেশ পথ। দ্রুত প্রতিটি গাড়ি স্ক্রিনিং এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে বুলেট গাড়ি এবং অন্যান্য এলপিজি গাড়ি ছাড়া না হলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা রাজ্যে রান্নার গ্যাসার আকাল সৃষ্টি হবে।

প্রশাসনিক নিয়মাবলিকে তোয়াক্কা না করেই ব্যাপক হারে লোক সমাগম লালমিরা বুদ্ধ মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ মে।। আজ বুদ্ধ পূর্নিমা। এইবুদ্ধ পূর্নিমাকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত লালমিরা বুদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের পূজা দিতে ব্যাপকহারে লোকসমাগম ঘটে। রাজ্য জুরে চলছে করুনা ভাইরাসের মহামারি। এই মহামারি থেকে সকলেকে রক্ষারজন্য লকডাউন পক্রিয়া চালু করাহয়েছে। এই লকডাউনের তৃত্বীয় দফায় কিছুটা শিথিল করাহলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতি নিষেধাঞ্জা জারি করাহয়েছে। এরমধ্যে মৃতদেহ পোরানোর কাজে ও বিবাহের জন্য জেলা শাসকে অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমানে লোকজননিয়ে অনুষ্ঠান করার অনুমোদন দেওয়াহয়েছে। কিন্তু শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত লালমিরা বুদ্ধ মন্দিরে আজ ব্যতিক্রমি চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। সরকারের আদেশ নিয়মনীতি তোয়াক্কা নাকরেই সকলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে এই দিনটি উৎযাপন করেন। জানাযায় আজকে বুদ্ধ পূর্নিমা উপলক্ষ্যে প্রচুর পরিমানে লোকসমাগমের খবর পেয়েও শান্তির বাজার মহকুমা প্রসাশন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। বূদ্ধ মন্দিরে পূজায় আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে কোনোপ্রকার সামাজিক দুরত্ব লক্ষ্যকরাযায়নি ও অধিকাংশ লোকজন মাক্স পরিধান করেননি এমনটাই দেখা গেলো। আজকে লালমিরা বুদ্ধন্দিরে লোকসমাগম দেখে সকলে প্রসাশনের ভূমিকানিয়ে প্রশ্ন করছে।

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৭৩,০৯৫, আক্রান্ত ১,২২৭,৪৩০ জন

ওয়াশিংটন, ৭ মে (হি.স.): মৃত্যুর সংখ্যার নিরিখে প্রতিদিনই রেকর্ড গড়ে চলেছে আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ২,০৭৩ জন। এক লাফে নতুন করে ২,০৩৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৭৩,০৯৫-তে পৌঁছেছে।বৃহস্পতিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২,০৭৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩,০৯৫। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২২৭,৪৩০ জন মানুষ।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৭৮৩ আক্রান্ত ৫২,৯৫২ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৭৮৩ এবং সংক্রমিত ৫২,৯৫২ জন। নতুন করে আক্রান্ত যেমন বাড়ছে, তেমনই সারা দেশেই করোনা রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যাটাও বাড়ছে উল্লেখজনক ভাবে। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১৫,২৬৬ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫২,৯৫২ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ৩৫,৯০২)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭৮৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৫,২৬৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৭৮৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে ৪ জনের, দিল্লিতে ৬৫ জনের, গুজরাটে ৩৯৬ জনের, হরিয়ানায় ৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ২৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৮৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৬৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় দু''জনের, পঞ্জাবে ২৭ জন, রাজস্থানে ৯২ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩৫ জন, তেলেঙ্গানায় ২৯ জন, উত্তরাখণ্ড একজন, উত্তর প্রদেশে ৬০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

সারা দেশের নিরিখে করোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ আকার নিয়েছে মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৭৫৮, দিল্লিতে ৫৫৩২, তামিলনাড়ুতে ৪৮২৯, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৭৭৭ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৪৫ জন, বিহারে ৫৪২ জন, চন্ডীগড়ে ১২০ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৬৬২৫ জন, হরিয়ানায় ৫৯৪ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪৫ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৭৭৫ জন, ঝাড়খণ্ডে ১২৭ জন, কেরলে ৫০৩, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৬৯৩ জন, লাদাখে ৪১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩১৩৮ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১৮৫ জন, পুদুচেরিতে ৯ জন, পঞ্জাবে ১৫১৬ জন, রাজস্থানে ৩৩১৭ জন, তেলেঙ্গানায় ১১০৭ জন, ত্রিপুরায় ৪৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬১ জন, উত্তর প্রদেশে ২৯৯৭ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৪৫৬ জন।

সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯৯৭২৯

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকরা জানিয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে ৩৮, ২০, ৭৩৬ জন মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২, ৬৫, ০৯৪। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩, ০৩, ১৪৬ জন।

সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আফগানিস্তানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩৯২। নিহত ১০৪। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৫৮ জন।

বাংলাদেশে আক্রান্ত ১১, ৭১৯। মৃতের সংখ্যা ১৮৬।১৪০৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

ভুটানে আক্রান্ত ৭।এই দেশে একজনও মারা যাননি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ জন।

ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩০২৫। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৮৫। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১৫৩৩১।

মালদ্বীপে আক্রান্তের সংখ্যা ৬১৭। নিহত দুই। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২০।

নেপালে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৯। কেউ মারা যায়নি।সুস্থ হয়েছেন ২২।

পাকিস্তানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪০৭৩। ৫৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।৬৪৬৪ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছে।

শ্রীলঙ্কায় আক্রান্ত ৭৯৭। মৃত ৯। সুস্থ ২১৫।

করোনায় বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ২৬৩,০০০, সংক্রমিত ৩.৭৪ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ৭ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাণহানি অব্যাহত। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৩ হাজার-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত হয়েছেন ৩.৭৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ। মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে সমস্ত দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে আমেরিকা।

৭ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৭৪ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২, ৬৩,০০০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,২২৭, ৪৩০, ইতালিতে সংক্রমিত ২১৪,৪৫৭-এর বেশি, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২০,৩২৫, ফ্রান্সে ১৭৪,২২৪ এবং ব্রিটেন ২০২,৩৫৬ জন।

চিনে করোনা-আক্রান্ত আরও দু''জন, মৃত্যু থেমেই গিয়েছে

বেজিং, ৭ মে (হি.স.): গোটা বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তখন করোনাকে রীতিমতো পরাজিত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে চিন। চিনের উহান শহর থেকেই মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের উৎপত্তি, অথচ এই দেশেই মৃত্যু এখন পুরোপুরি থেমে গিয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যাও কমে গিয়েছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র দু''জন। এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি করোনায় সংক্রমিত হয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, ৬ মে সারা দিনে চিনে নতুন করে দু''জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়নি একজনেরও।

শুক্রবার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মদিবস। তাই চলছে চরম ব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

৭৯ টিলা পাওয়ার গ্রিডে অগ্নিকান্ডের তদন্তের নির্দেশ উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ৭৯টিলা এলাকায় পাওয়ার গ্রিড এ বিস্ফোরণের ঘটনায় নাশকতার ইঙ্গিত মিলেছে। উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য বুধবার রাতে আকস্মিকভাবে ৭৯টিলা পাওয়ার গ্রিডে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে রাজধানী আগরতলা শহরসহ বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ৭৯টিলা পাওয়ার গ্রিড এ বিস্ফোরণের ঘটনার নেপথ্যে বড় ধরনের কোনো রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ জারি করেছেন। ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাকে বিপর্যস্ত করে রাজ্য সরকারকে কালিমা লিপ্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তদন্ত হলেই আসল রহস্য উন্মোচিত হবে বলেও তিনি মনে করেন। সেজন্যই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ৯৫ জনের, সংক্রমিত ৩,৩৫৫

জয়পুর, ৭ মে (হি.স.): কমছে না বরং বেড়েই চলেছে! রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। নতুন করে ৩৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৩৫৫। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাজস্থানে নতুন করে ৩৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৩৮ জনের মধ্যে জয়পুরে ৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন, চিত্তোরগড়ে ১৬ জন, ঢোলপুরে ৪ জন, পালিতে ৬ জন এবং কোটায় দু''জন আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৩৫৫-এ পৌঁছেছে। রাজস্থানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, জয়পুরে একজন এবং আজমের-এ একজনের মৃত্যু হয়েছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৭৩৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৫২১ এবং মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের।

গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি

মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। প্রাণহানি রুখতে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। খবর পাওয়ার পরই ভাইজাগের উদ্দেশে রওনা হন রেড্ডি। গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রণ দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, গ্যাস লিকেজের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়াও বিশাখাপত্তনম রেড ক্রস ইউনিটকে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল।

জে পি নাড্ডা ব্যথিত বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিকেজের ঘটনায় ব্যথিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডা টুইট করে লিখেছেন, ভাইজাগ গ্যাস লিকেজের বিষয়ে জানতে পেরে ব্যথিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মানবতা ও বিশ্বের স্বার্থে কাজ করে চলেছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): মানবতা ও সমগ্র বিশ্বের স্বার্থে কাজ করে চলেছে ভারত। ভারতের উপলব্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতীক হলেন বুদ্ধ। এই আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমেই মানবতা ও বিশ্বের স্বার্থে কাজ করে চলেছে ভারত এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। বৃহস্পতিবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত ভিডিও-বার্তায় এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রত্যেককে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখন এমন পরিস্থিতি যে, শারীরিকভাবে বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে আমি অংশ নিতে পারছি না। ইতিপূর্বে আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারা অত্যন্ত আনন্দের ছিল, এখনকার পরিস্থিতি আমাদের সেই অনুমতি দিচ্ছে না।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতিই প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভগবান বুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন, বুদ্ধ নিজে জ্ঞানদীপ্ত হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের জীবনকেও আলোকিত করেছিলেন।

করোনা-যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, লকডাউনের এই কঠিন সময়ে, অন্যদের সহায়তা করার জন্য আমাদের চারপাশে বহু মানুষ ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছেন, কেউ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, কেউ আক্রান্তদের সুস্থ করার জন্য এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। প্রসংশা ও সম্মান তাঁদের প্রাপ্য। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, "কোনও রকম বৈষম্য ছাড়াই, ভারত এই মুহূর্তে প্রত্যেকের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে পাশে রয়েছে, যাঁরা অভাবী অথবা সমস্যায় রয়েছেন, দেশে অথবা সমগ্র বিশ্বে। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্য অবিরাম কাজ করছে ভারত, আগামী দিনেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "ভারতের উপলব্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রতীক হলেন বুদ্ধ। এই আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে মানবতা ও বিশ্বের স্বার্থে কাজ করে চলেছে ভারত এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।"

আফগানিস্তানে করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৩,৩৯২ জন, মৃত্যু ১০৪ জনের

কাবুল, ৭ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে আফগানিস্তানে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা পর্যন্ত আফগানিস্তানে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৩৯২ জন। সুস্থ হয়েছেন ৪৫৮ এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের।

আফগান স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে করোনা-আক্রান্ত ৮৯১ জন, হেরাতে ৬৬২ জন, কান্দাহারে ৪৪৮ জন, বালখ প্রদেশে আক্রান্ত ২৫০ হন, পাকতিয়ায় ১৫৫ জন এবং নানগারহার প্রদেশে ১০৬ জন। সমগ্র আফগানিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের, শুধুমাত্র কাবুলেই ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৭ মে (হি.স.): বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। টুইট করে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডা। বৃহস্পতিবার টুইটারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, "বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে সত্য, অহিংসা, শান্তি ও মানবধর্মের বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা মানবতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির পথে চলার ক্ষেত্রে সর্বদা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।"

দেশবাসীকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইটারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা লিখেছেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ধর্ম ও শান্তির প্রতীক ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিক্ষাগুলি যেমন-চতওয়ারী আর্যসত্যানী এবং অষ্টাঙ্গ মার্গ বর্তমান সমাজের সমস্যা বোঝার এবং সমাধানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা বাঙালির কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। প্রাউট প্রবক্তা মহান দার্শনিক প্রভাত রঞ্জন সরকারের জন্মশতবর্ষ বৃহস্পতিবার পালিত হয়। এদিন আমরা বাঙালি দল দিনটিকে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করেছে। আগরতলার শিবনগরস্থিত দলের রাজ্য কার্যালয়ে হয় মূল কর্মসূচি। সকালে এই মহান দার্শনিকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য সচিব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই কর্মসূচি। দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল এই মহান দার্শনিকের জীবনি তুলে ধরে আলোচনা করেন। উল্লেখ করা যায়, এবছর তেমন ঘটা করে রাজ্যের কোথাও এই দিনটি পালন করেনি আমরা বাঙালি। রাজ্য দপ্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল এই কর্মসূচি।

গাছ থেকে পড়ে মৃত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। লকডাউনে অভাবের তাড়নায় গাছ কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বুধবার গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে সাব্রুমের হরিনারায়নপুরে। মৃতের নাম গোপাল দাস। বৃহস্পতিবার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হয়। জানা যায়, পেশায় শ্রমিক গোপাল দাস লকডাউনের মধ্যে এলাকারই মানিক দাসের বাড়িতে যান গাছ কাটার কাজে। দীর্ঘদিন যাবৎ কাজকর্ম না থাকায় অভাবে দিন যাপন করতে হচ্ছে তাদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাছ কাটার সময় আচমকাই পা পিছলে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে গোমতী জেলা হাসপাতালে পরে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতেই তার মৃত্যু হয়।

চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়ে নতুন করে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আনলেন খোদ শিক্ষকরা। মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ও সচিবের পৃথক পৃথক বক্তব্যকে ঘিরে বিভ্রান্তির শিকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ এনে প্রতিবাদে সরব বলেন অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। এদিন ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। সভাপতি বিমল সাহা এদিন সাংবাদিকদের জানান, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গত ৩১ মার্চ চাকুরি চলে যায় ১০৩২৩ এর. ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সংবাদ মাধ্যমে জানিয়ে দেন ১০৩২৩ এডহক অধিকর্তা ইউকে চাকমাও। কিন্তু বাস্তব অর্থে বহিষ্কার করা হলেও শিক্ষা দপ্তর চাকুরিচ্যুত তাদের ওয়েবসাইটে দেয়নি। এরফলে ধরে নেওয়া যায় শিক্ষকরা চাকুরিচ্যুত হয়নি এবং তারা বেতন পাবেন। যদিও নিয়োগ নীতি নিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।